রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-
ভর্তি চলিতেছে
এর জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৯ ফাল্গুন - ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৬ ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি - ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 19, 22 February - 28 February, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

আলিপুর ভূমি রেজিস্টার দফতর থেকে নথি লোপাট

আলিপুর বার্তা এক্সক্লুসিভ

কুনাল মালিক, আলিপুর : দিন পনেরো আগে আলিপুরে জেলা রেজিস্টার দফতর থেকে সোনারপুর এলাকার একটি জমির নথি উধাও হয়ে যায়। সেই ঘটনা নিয়ে হুলস্থুল পড়ে যায় জেলা প্রশাসনের অন্দরে। ওই ঘটনায় সূত্রের খবর জনৈক শংকর নামে এক চাওয়ালাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৮ দিন পর তার জামিন হয়। এরপরই জেলা রেজিস্টার দফতরে 'সার্চিং' বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত অনেকেই এই কার্যালয়ে আসেন সরকারিভাবে অর্থ দিয়ে কোনও জমির ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য।

কিন্তু ১৫ দিন ধরে সার্চিং বন্ধ থাকায় মানুষদের নাজেহাল হতে হয়। ১৯৭০-৮০ সালের পর কম্প্যুটারাইজড হলেও,

আলিপুর ভূমি রেজেস্ট্রি ভবন

পূর্বের জমির নথিপত্র দেখার জন্য ম্যানুয়েল রেজিস্টারের ওপরই ভরসা রাখতে হয়। খোদ জেলা রেজিস্টার দফতর থেকে রেজিস্টারের পাতা উধাও হওয়ার ঘটনায় অনেকেই সর্ষের মধ্যে ভূতের উপস্থিতি অনুভব করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দফতরের এক কর্মী জানালেন, দেখুন এক চা ওয়ালা রেজিস্টারের পাতা বাইরে জেরক্স করার সাহস পায় কি করে? তার ওপর একটা পাতাই উধাও হয় কি করে? সোনারপুরের মতো এলাকায় যেখানে জমি নিয়ে নানা বিতর্ক আছে, সেখানকার একটা জমির নথিপত্র উধাওয়ের পেছনে কোনও রাঘব বোয়ালের হাত থাকতে পারে। ওই কর্মচারী আরও জানালেন, অনেকেই অন্যের জমি অবৈধ ভাবে দখল করছে। এবার ওই অবৈধ দখলদার যদি আসল মালিকের জমির নথিপত্র লোপাট করে দেয়, তাহলে তো কেল্লা ফতে!

বুধবার দুপুরে জেলা রেজিস্টার গৌতম ঘোষের দফতরে এই প্রতিবেদক উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন আপনার দফতরে কি 'সার্চিং' এখন হচ্ছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ শুরু হয়েছে, আর কোনও সমস্যা নেই। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, আপনার দফতর থেকে রেজিস্টারের পাতা উধাওয়ের ঘটনায় প্রকৃত অপরাধী কি ধরা পড়েছে? সে প্রশ্নে বিরক্তভাবে গৌতম ঘোষ জানান, দেখুন বিষয়টি জুডিশিয়াল, আমি কোনও মন্তব্য করতে পারব না। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

প্রসঙ্গত জেলা রেজিস্টার কার্যালয়ে নানা বিতর্কিত বিষয় মাঝে মধ্যেই শোনা যায়, এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব আরোপ করলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: দিল্লিতে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে সদ্য সরকার গড়েছে

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টি। সেই সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোনও বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল বা নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কিন্তু আমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রথম নামটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।

রবিবার : ইচ্ছে থাকলে যে মানুষ সব কিছু করতে পারে তার নিদর্শন

পাওয়া গেল আরও একবার। খুনের মামলায় দীর্ঘ ১৪ বছর জেলে থাকার পর নজির গড়ে ডাক্তারী পাশ করলেন কর্নাটকের বছর ৪০-এর সুভাষ পাটিল।

সোমবার : সিএএ নিয়ে নিজের অবস্থান থেকে কোনও ভাবেই পিছু

হটবে না কেন্দ্র। সংবিধান সম্মতভাবে পাশ হয়ে যাওয়া এই বিল নিয়ে বিরোধীরা যতই বিতণ্ডা করুক না কেন প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের দৃঢ়তার কথাই স্পষ্ট করলেন রবিবার বারানসীর এক সভায়।

মঙ্গলবার : দীর্ঘ টানাপোড়েনের অবসানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক হলো রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ রাজভবনে এই বৈঠক হয়। রাজ্যপালের স্ত্রী সুদেশ ধনখড় মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান। এরপর রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পর বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার : প্রয়াত হলেন বাংলা সিনেমা জগতের 'দাদার কীর্তি' খ্যাত নায়ক তাপস পাল। মঙ্গলবার

কাকভোরে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। উল্লেখ্য অভিনয় জীবনের পাশাপাশি রাজনীতিতে এসে বিধায়ক এবং সাংসদ হয়েছিলেন তাপস। পরবর্তী কালে চিটফান্ড মামলায় জেলও খেটেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে এক বিদেশি নাগরিককে নিয়ে টালবাহানা চলল

কলকাতায়। প্রসঙ্গত, ওই ৭৫ বছর বয়সী বিদেশিনী অস্ট্রেলিয়া থেকে এদেশে এসেছেন।

শুক্রবার : রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সম্প্রতি সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাওনা টাকা আদায়

নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় তৃতীয় পর্যায় পশ্চিমবঙ্গে ৬২৮৭ কিমি রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি সত্বেও

সমস্যা মিটছে না 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ডের

স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের লাইন হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ নভেম্বর '১৯ আলিপুর বার্তায় ''স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ভর্তি করেও রক্ষা নেই, পরিষেবা বিড়ম্বনায় নাজেহাল মানুষ'' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গ ২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের প্রচলন করেন। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি ১৫০০ বেসরকারি হাসপাতালের নামও নথিভুক্ত করা হয়। সেই তালিকায় কলকাতা সহ জেলার বেশ কিছু নামি দামি নার্সিংহোমের নামও নথিভুক্ত হয়। কিন্তু ওই সব নামী নার্সিংহোমগুলি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে টাকা থাকা সত্বেয় নানাভাবে রোগী ও তার পরিবারদের ভোগাচ্ছিল। এমন কি কার্ড থাকা সত্ত্বেও রোগী ভর্তি না করে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই ধরনের অভিযোগ সারা রাজ্য থেকেই আসছিল। গতকাল পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে সাফ জানিয়ে দেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডার দেয় কোনও বেসরকারী হাসপাতাল বা নার্সিংহোম ফিরিয়ে দিলে ওই সংস্থার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া হতে পারে। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে রোগী ফিরিয়ে দিলে স্থানীয় থানায় অভিযোগ করুন কিংবা বিডিওকে জানান। বিডিও মারফৎ স্বাস্থ্য দফতর জানতে পারবে। এরপর পাঁচের পাতায়

হাওড়া থেকে বুড়ুল-রায়পুর

অবাধে চোলাই নামছে ঘাটে ঘাটে

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার অন্তর্গত হুগলি নদী তীরবর্তী বুড়ুল থেকে রায়পুর পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ এলাকার বিভিন্ন ঘাটে এবং নদীর ধারে নদীপথে নৌকা করে রমরমিয়ে চলছে চোলাইয়ের ব্যবসা। নদীপথে পুলিশী নজরদারী না থাকার কারণে আবার চোলাই ব্যবসা শুরু হয়েছে। হাওড়া জেলার শাঁখাভাঙ্গা এলাকা থেকে এই চোলাই আসছে। পলিপ্যাকে ছোট বড় সাইজের প্যাকে চোলাই বোঝাই নৌকা দুপুরে সন্ধ্যায় বিভিন্ন ঘাটে থামছে, নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষেরা আবার চোলাইয়ে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

প্রসঙ্গত বিলাতী ও দেশি বাংলা মদের দাম আগের থেকে অনেকটাই বেড়েছে। দৈনন্দিন সংসারের খরচ সামলাতেই নাজেহাল মানুষ, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হাওড়া জেলার চোলাই কারবারীরা আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত মগরাহাটে বিষ চোলাই মদ এবং বছর তিনেক আগে নোদাখালী থানার কাশীপুর-আলমপুর এলাকায় বিষ চোলাই মদ খেয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর পর আবগারী দফতর ও পুলিশ প্রশাসন কড়া হাতে চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে। বলা বাহুল্য নোদাখালী-ফলতা-বজবজ থানা এলাকায় বাইরে থেকে চোলাই ঢোকা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে অরক্ষিত নদীপথে আবার চোলাই আসতে থাকায় নতুন করে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর, বুড়ুলে ভাঁটার সময় নদীর যে অংশে চড়া পড়ে সেই সময় চোলাই ভর্তি নৌকা আসছে, জারে করে চোলাই নিয়ে এপারে সরবরাহ করা হচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

দেরিতে ট্রেন যাত্রী দুর্ভোগ

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া: যাত্রীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ট্রেন সময়মতো চলে না। এই বিষয়ে যাত্রী সাধারণ বারবার রেল দফতরে অভিযোগ জানিয়েছে। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট দেরিতে দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া আমতা ট্রেন চলে। গন্তব্যস্থলে প্রত্যহ দেরিতে যাওয়া ক্ষুব্ধ যাত্রীরা এবার বীতশ্রদ্ধ হয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিতে চলেছে। এই দুর্ভোগ কতদিন চলবে তা জানতে চান নিত্যযাত্রীরা।

একটা সময়ে হাওড়া-আমতা মার্টিন রেল চলত। যাত্রী সাধারণের জন্য লোকসানে চলা সেই মার্টিন উঠে যায় বেশ কয়েক দশক আগে। এখন চালু হয়েছে ব্রডগেজ রেল। ১৯৮৪ সালে এই রেলপথের যাত্রা ছিল সাঁতরাগাছি থেকে ডোমজুড় ১২ কিমি, তারপরের বছর ১৯৮৫ সালে যাত্রাপথ ৫ কিমি বেড়ে বড়গাছিয়া পর্যন্ত হয়। এ বিএ গণিখান চৌধুরী কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে বড়গাছিয়া থেকে আমতা রেল চালু করার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কিন্তু রেলপথের কাজ কোনওরকম এগোয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আমতা পর্যন্ত রেলপথের কাজ শুরু করেন। ২০০২ সালে বড়গাছিয়া থেকে মহেন্দ্রলাল নগর পর্যন্ত তিনি কিমি রেলের যাত্রাপথ বাড়ান। ২০০৪ সালে হাওড়া-আমতা রেল চালু হয়। সেই সময় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন লালুপ্রসাদ যাদব। এরপর পাঁচের পাতায়

স্থায়ীকরণের দাবিতে বিক্ষোভে স্বাস্থ্যকর্মীরা

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: কাজের স্থায়ীকরণের পাশাপাশি ৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের করণ চত্বরে অনশন শুরু করলেন কোচবিহার জেলার মাল্টিপারপাস হেলথ ওয়ার্কার্সরা। বুধবার থেকে তাঁরা এই অনশন আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বৃহস্পতিবার চলছে তাদের এই অনশন কর্মসূচি। ইতিমধ্যে অনশনরত এক কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

প্রায় ১০ বছর যাবত গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে চলেছেন এই সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, যক্ষা সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তারা। কিন্তু তারপরেও রাজ্য সরকারের চরম উদাসীনতায় দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এই বহুমুখী পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই কাজে যোগদানের ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত তাদের অধিগ্রহণ করেনি রাজ্য সরকার। অথচ কাজে যোগদানের ৩ বছর পরে তাদেরকে অধিগ্রহণ করবে রাজ্য সরকার বলে ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এরপরেও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করে চলেছে রাজ্য সরকার। স্থায়ীকরণ তো দুর অস্ত, গত ৮ বছর থেকে কোনো রকম বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না তাঁদের। রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা। এই পরিস্থিতিতে তাই বাধ্য হয়েই অনশন আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন কোচবিহার জেলার এই ৪২জন বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মীরা বলে জানান এই অনশনকারীরা। বেতন বৃদ্ধি সহ স্থায়ীকরণের দাবি না মানা হলে তারা আমরণ অনশনের পথে হাঁটবেন বলে এদিন স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন তারা।

উদাসীনতার বলি গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : মোট পাঁচটা মৌলিক অধিকারের এক অন্যতম অধিকার হল চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য। আর এই অধিকারটি দেখভালের প্রধান দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। রাজ্যের শহরকেন্দ্রিক হাসপাতাগুলিতে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি অনেকবার সরেজমিনে অভিযান করেছেন। সেখানে পরিকাঠামের তুলনায় রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি তাঁর নজরে পড়েছে। শহর ও মহকুমা হাসপাতালগুলি ছাড়াও রাজ্যের রুর‍্যাল এলাকাগুলিতে বহু গ্রামীণ হাসপাতালসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। সেখানে চিকিৎসক ও নার্সদের যথেষ্ট অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের উপযুক্ত জোগান না থাকায় রোগীরা দুর্ভোগের শিকার হন। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত স্বাস্থ্য জেলার অধীনে ১২টি গ্রামীণ হাসপাতালও ২৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রামীণ হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রায়শই এমন সমস্যার মুখোমুকি হন রোগী ও তাদের পরিবারবর্গ। ,মনটাই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সূত্রের। বিশেষ করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সরকারি ওষুধের জোগান প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, পরিষেবা নিতে আসা রোগীদের হাতে লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দেওয়া হয়। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ থেকে শুরু করে প্রায় সব ওষুধই তাদের কিনে আনতে হয়। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ইনহেলার জাতীয় কোনও ওষুধ সহ অক্সিজেন সিলিন্ডারও নেই। এরপর পাঁচের পাতায়

পুরসভা পরিক্রমা

স্বজনপোষণ, অনুন্নয়ন নিয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভই ভরসা বামেদের

দেবাশিস রায়, পূর্ববর্ধমান: তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁইহাটবাসীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে হাতিয়ার করে ফের পুরবোর্ডের দখল নিতে পুরভোটের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে সিপিএম। দাঁইহাট পুরসভার মোট ১৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০-১১ টি ওয়ার্ডে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে সিপিএম ইতিমধ্যেই তাদের রণকৌশলের প্রয়োগ ঘটাতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, পুরভোটের লড়াইয়ে প্রধান বিরোধী শক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের সমরসজ্জার দিকেও গোপনে নজর রেখে চলেছেন সিপিএমের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের পাশাপাশি কট্টর সমর্থকরা। পাশাপাশি

দাঁইহাট

বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো পুরভোটেও শাসকদলের সন্ত্রাসের আশংকা করছে সিপিএম। সেক্ষেত্রে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলে শাসকদলের বাধাদান সহ পুরভোট গ্রহণের দিন অশান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মতো অপ্রীতিকর ঘটনার মোকাবিলার কৌশল রচনাতেও তৎপর সিপিএম নেতৃত্ব।

রাজ্যের অনুন্নত পুরসভাগুলির মধ্যে অন্যতম দাঁইহাট। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী তথা ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী দাঁইহাট পুরসভার বয়স দেড়শো বছর। কিন্তু, এত বছরেও ঐতিহ্যবাহী এই শহরে আশানুরূপ উন্নয়ন যেমন হয়নি তেমনি লোকসংখ্যাও নগণ্য। মাত্র হাজার সাতাশের মানুষের বসবাস। নাম কা ওয়াস্তে এই শহর অর্ধেকের বেশি কৃষিজমি ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। এরপর পাঁচের পাতায়

শোভনকেই মেয়র পদে চায় বিজেপি কর্মীরা

প্রবীর চক্রবর্তী, কলকাতা : বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এক বছর আগে, তবে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তেমন কোনো যোগাযোগ নেই বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার মাঝেও কালীপুজোতে গিয়ে ভাইফোঁটা নিয়ে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু ফিরে যাননি তৃণমূলে। এক বছর ধরেই রাজনীতির বাইরে কলকাতা প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও চলতি সপ্তাহে হঠাৎই রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন শোভন। সামনেই কলকাতা পুরোনিগমের নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ঠিক করেই ফেলেছে কলকাতার বর্তমান মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে মুখ করেই তারা নির্বাচনে লড়বে। বিজেপি এখনো মেয়র পদপ্রার্থী কাকে করবে তা ভেবেই কুল পারছে না। এই অবস্থায় শুক্রবার সকালে হঠাৎই দক্ষিণ কলকাতাজুড়ে দেখা গেল হাজার হাজার পোস্টার। যে পোস্টারে বড় বড় পদ্ম ফুল আঁকা এবং তাতে লেখা কলকাতা পুরনো গৌরব ফিরে পেতে শোভন চট্টোপাধ্যায় দায়িত্ব নিন। এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, বিজেপি কর্মীরা চাইছে বিজেপির মেয়র পদপ্রার্থী হোক তৃণমূলের প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। আর এই পোস্টার ঘিরে শহরজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে তাহলে কি শোভনবাবুই হতে চলেছেন বিজেপি পুরো নির্বাচনের পোস্টার বয়। বিজেপি খুব ভালোমতো

বুঝতে পারছে মেয়র পদপ্রার্থী করার মতো মুখ তাদের কাছে নেই। তৃণমূলের সঙ্গে কলকাতা পরনিগমের লড়াই করার জন্য যে মুখের প্রয়োজন বা গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন এই মুহূর্তে বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে তা নেই, নেই অভিজ্ঞতাও। তাই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে যদি মেয়র পদে দাঁড় করানো যায় বিজেপির হয়ে তবেই লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি হতে পারে। যদিও মুখে বিজেপি নেতৃত্ব বলছেন এ বিষয় শোভনবাবুর সঙ্গে এরকম কোন কথা তাদের হয়নি।

শোভন চট্টোপাধ্যায় ও এরকম কোন প্রস্তাবের কথা স্বীকার করেননি। তবে শহর জুড়ে এই ধরনের পোস্টার স্বাভাবিকভাবেই শোভনবাবুকে আবারো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। যদিও বিষয়টিকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেস। বর্তমান মেয়র ববি হাকিম জানিয়ে দিয়েছেন, বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে সেটা তাদের দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন মাথাব্যাথা নেই। শহর জুড়ে তার পোস্টার নিয়ে মুখ খুলতে চাননি শোভন চট্টোপাধ্যায়ও। তবে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে মেয়র পদপ্রার্থী করতে পারলে বিজেপি কর্মীরা যে খুশি হবে সে বিষয়ে কিন্তু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এখন দেখার বিষয় আসন্ন কলকাতা পুরো নিগমের মতো হেভিওয়েট নির্বাচনে বিজেপি কাকে মেয়র পদপ্রার্থী করে বা না করেই নির্বাচনে যায়। কলকাতা পুরনিগমের আসন্ন নির্বাচনে শোভন চট্টোপাধ্যায়েরও ভূমিকা কি হবে তার দিকে লক্ষ্য রাখবে রাজনৈতিক মহল।

সংশোধনী না বুলদের লাগাতার ধারাবিবরণী

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

শেয়ার বাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক–একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফ্রেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপর হালফিলে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ৪–৫ শতাংশ নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার সমতা বা ব্যালান্স লাভ করে।

এখন যে উত্থান ভারতের বাজারে দেখা যাচ্ছে তা নিফটির নিরিখে নিচের জায়গা থেকে দ্বিগুণ হয়ে ওঠা। আসলে এসব জায়গায় রিভার্স খেলা দেখা যেতেই পারে। তিনগুণ নিচে যদি আসতে পারে নিফটি তাহলে একইভাবে ৩–৪ গুণ ওপরে উঠতেও পারে তা। সেই সূত্র ধরলে নিফটি হয়ে যেতে পারে ১৬ থেকে ২০ হাজার। এর ওপরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর আপনি–আমি ভাবলাম, আর

কারেকশন হয়ে গেল তা তো নয়। বরং এটাও হতে পারে একটানা লম্বা একটা বুল রান প্রত্যক্ষ করল ভারত ও তার টিম শেয়ার মার্কেট। যদিও এখনকার পরিস্থিতি তেমন ইতিবাচক কিছু শোনাচ্ছে না। আবার একেবারে মুহ্যমান হয়ে থাকার মতো হতাশার কথাও তুলে ধরছে না।

এই বাজারে অনেক শেয়ার বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এই দুয়ের সমন্বয় করে যারা বিচার করতে পারেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সঠিক লগ্নিকারী হিসেবে বিবেচিত হন।

এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল–বাজারে এমন সব নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১৩ হাজার পেরোবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৪–৫ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ১১,৬০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ১১ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে সাড়ে ১০ –সাড়ে ১০ হাজারে চলে আসাটাও অসম্ভব নয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ ফেব্রুয়ারি – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না। পড়াশোনায় ভালো ফললাভ।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

শব্দবার্তা ১৬৮

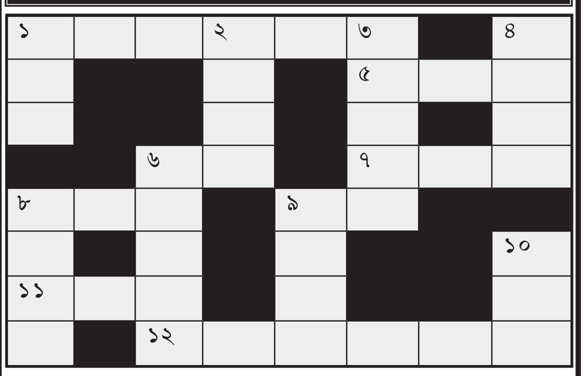

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পাকা পূজামন্ডপ ৫। ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত ৬। এই স্থানে ৭। রবীন্দ্রকাব্যে বকের সারি ৮। উপেক্ষা, ঘৃণা ৯। এক প্রণালী ১১। সমৃদ্ধ গ্রাম ১২। সময়জ্ঞাপক তালিকা।

উপর–নীচ

১। মনোযোগ দিয়ে নজর ২। দানের দলিল ৩। যে সদ্য যৌবনে পা দিয়েছে ৪। রাজতিলক ৬। পান্ডবদের যা করতে হয়েছিল ৮। প্রতিনিধি ৯। বিবাহ ১০। নৌকা

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬৭

পাশাপাশি : ২। ফার্মাসি ৪। ডগা ৫। শিবচতুর্দশি ৮। তড়াগ ৯। রুসুম ১০। কলমের খোঁচা ১৩। মার্কা ১৪। গর্জন।

উপর–নীচ : ১। বড়শি ২। ফালতু ৩। যোগাযোগ ১১। মেশিন ১২। চা চক্র।

ক্রেতা সুরক্ষা দফতরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইনস্পেক্টর অব লিগাল মেট্রোলজি পদে ১৭ জনকে নেবে রাজ্য সরকার। নিয়োগ হবে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরে। প্রার্থী বাছাই করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 8/2020 অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://wbpsc.gov.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন–অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

হাওড়ার জেলা পরিষদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১০ জনকে নেবে হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিস। চুক্তিতে নিয়োগ হবে হাওড়ার এম জি এন আর ই জি এ সেলে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 1/1809/202.অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েসাইটের মাধ্যমে : www.howrahzil-laparisad.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি। বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

টেকনিশিয়ানের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি ভি এস মোটর কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে টু–হুইলার টেকনিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টু হুইলার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মোট ৬ মাসের কোর্স। এর মধ্যে ৩ মাস টি ভি এস মোটর কোম্পানিতে হাতে কলমে প্র্যাক্টিক্যাল প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে এন এস ডি সি–র সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রশিক্ষণ শেষে টি ভি এস মোটর কোম্পানির সার্ভিস সেন্টারগুলিতে চাকরির ব্যাপারে সহায়তা করা হবে। অন্তত ক্লাস এইট পাশ তরুণ তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ফি হাজার টাকা। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি। যোগাযোগের ঠিকানা : অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন (সেডি), সাঁকরাইল, ধুলাগাড়ী, হাওড়া। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই দুই নম্বরে : ৯৬৮১৪ ৬৪১৫৬, ৮৫৩৬০ ০৩১৭১।

রাজ্য সরকারে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জিওলজিস্ট এবং মাইনিং অফিসার পদে ৯ জনকে নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নিয়োগ করা হবে ইন্ডাস্ট্রি, কমার্স অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস দফতরে। প্রার্থী বাছাই করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 7/2020. অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://wbpsc.gov.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মার্চ।

সিভিল সার্ভিসেস ও ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এক্সামিনেশনের মাধ্যমে

কেন্দ্রীয় সরকারে ৮৮৬ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে ৮৮৬ জন অফিসার নিয়োগ করা যাবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে সিভিল সার্ভিসেস (মেন) অথবা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (মেন) অথবা উভয় ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (মেন) অথবা উভয় পরীক্ষায় বসার জন্যই দরখাস্ত করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এক্সামিনেশনের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 06/2020-IFoS এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশনের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 05/2020-CSP. ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রত্যাশিত শূন্যপদ সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে ৭৯৬টি (এর মধ্যে ২৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত) এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেস ক্ষেত্রে ৯০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে অন্তত একটি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জুলজি, এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরাও ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য আবেদন করতে পারেন। উভয় সার্ভিসের ক্ষেত্রেই ফাইনাল ইয়ার বা সেমেস্টারের পরীক্ষার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন।

বয়স : ১–৮–২০২০ তারিখে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। বয়সে তফসিলিরা এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীরা সর্বাধিক ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

পরীক্ষার ধরনধারণ : সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পেপারে। প্রতিটি পেপারেই ২০০ নম্বরের অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন থাকে।

প্রথম পেপারের প্রশ্ন থাকে এই সব বিষয়ে : কারেন্ট ইভেন্টস অব ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইমপর্ট্যান্স। হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট। ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি–ফিজিক্যাল, সোশ্যাল, ইকনমিক জিওগ্রাফি

কাজের খবর

অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন্ডিয়ান পোলিটি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স– কনস্টিটিউশন, পলিটিক্যাল সিস্টেম, পঞ্চায়েতি রাজ, পাবলিক অ্যান্ড গভর্ন্যান্সি– কনস্টিটিউশন, পলিটিক্যাল সিস্টেম, পঞ্চায়েতি রাজ, পাবলিক পলিসি, রাইটস ইস্যুস প্রভৃতি। ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, পভার্টি, ইনক্লুশন, ডেমোগ্রাফিক্স, সোশ্যাল সেক্টর ইনিশিয়েটিভস প্রভৃতি।

জেনারেল সায়েন্স। দ্বিতীয় পেপারে থাকে এই সব বিষয় : কমপ্রিহেনশন, ইন্টারপার্সোন্যাল স্কিলস ইনক্লুডিং কমিউনিকেশন স্কিলস। লজিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি। ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং। জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি। মাধ্যমিক মানের বেসিক নিউম্যারিসি (নাম্বারস অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনস, অর্ডারস অব ম্যাগনিটিউড ইত্যাদি) এবং ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন (চার্ট, গ্রাফ, টেবিল, ডেটা সাফিশিয়েন্সি ইত্যাদি)।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং থাকে। এই পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসেস মেন এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস মেন পরীক্ষায় বসার যোগ্য প্রার্থীদের আলাদা আলাদা তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর পরবর্তী পর্যায়ের কোনও ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর পরবর্তী পর্যায়ের কোনও ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও শিলিগুড়ি এবং মেন পরীক্ষার একমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

মেন পরীক্ষা : প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সিভিল সার্ভিসেস এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের মেন পরীক্ষার জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের মেন লিখিত পরীক্ষায় থাকে মোট ৬ট পেপার। এর মধ্যে দুটি আবশ্যিক– পেপার ওয়ান– জেনারেল ইংলিশ ও পেপার টু– জেনারেল নলেজ। প্রতিটি পেপারের নম্বর ৩০০। দুটি ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিতে হয়। প্রতিটি বিষয়ের দুটি করে পত্র, মোট চারটি পেপার (পেপার থ্রি থেকে সিক্স)। মোট চারটি পেপারের প্রতিটিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

সিভিল সার্ভিসেস মেন লিখিত পরীক্ষায় প্রথমে পেপার 'এ' এবং পেপার 'বি'–এর পরীক্ষা হয়। ৩০০ নম্বরের পেপার 'এ'–র জন্য ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী অষ্টম তফসিল ভুক্ত যে কোনও একটি ভাষা নিতে হয়। পেপার 'বি'–তে থাকে ৩০০ নম্বরের সংরেজি ভাষা। এই পেপার দুটিতে পাওয়া নম্বর মেধাতালিকা তৈরিতে গ্রাহ্য হয় না। এই দুটি পেপারে শুধুমাত্র কোয়ালিফাইং নম্বর থাকতে হয়। মেধাতালিকার ক্ষেত্রে থাকে ১,৭৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। থাকে মোট ৭টি পেপার। ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। পেপার ১–এ থাকবে ২৫০ নম্বরের এসে রাইটিং। পেপার–২, ৩, ৪ ও ৫ : জেনারেল স্টাডিজ (প্রতি পেপার ২৫০)। পেপার টুতে অ্যান্ড সোসাইটি, পেপার থ্রিতে থাকে গভর্ন্যান্স, কনস্টিটিউশন, পোলিটি, সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস; পেপার ফোরে থাকবে টেকনোলজি, ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট, বায়ো–ডাইভার্সিটি, এনভায়রনমেন্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, পেপার ফাইভে থাকে এথিক্স, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যাপ্টিটিউট। পেপার ৬ ও ৭ : একটি ঐচ্ছিক (অপশনাল) বিষয় (প্রতি পেপারে ২৫০ নম্বর)।

মেন পরীক্ষায় সফল হলে ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। দু'টি ধাপে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে– পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু রেজিস্ট্রেশন।

সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ফি ১০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। পার্ট টু রেজিস্ট্রেশনের পর পেইন স্লিপের মাধ্যমে নগদে ফি দিতে পারবেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। স্লিপের প্রিন্ট আউট নেওয়ার পরের কাজের দিন (ওয়ার্কিং ডে) ফি জমা দিতে হবে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ মার্চ। অনলাইনেও ফি জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ভিসা বা মাস্টার বা রুপে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা এস বি আই ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ মার্চ।

মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় জে পি জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর ফটো ও সই (উভয়ই জে পি জি ফর্ম্যাটে ৫০ থেকে ৩০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অনলাইনে আবেদনের শেষ দিন ৩ মার্চ। বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন ইউ পি এস সি–র ফেসিলিটেশন কাউন্টারে এই ফোন নম্বরে : (০১১)২৩৩৮–১১২৫/৫২৭১/২৩০১ ৮৫৪৩ (যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে)।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবাইট দেখুন।

স্বাস্থ পরিষেবার সরকারি প্রশিক্ষণে ভর্তি চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাস্থ্য পরিষেবা বা প্যারামেডিক্সের বেশ কয়েকটি কর্মমুখী কোর্সের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এক্সেল মেডিস্কিল হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউট। এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন দ্বারা অনুমোদিত। প্রার্থীর আধার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। কোর্স শেষে কাজ পেতে প্রতিষ্ঠানের তরফে সাহায্য করা হবে। পড়ানো হবে সংস্থার বিভিন্ন সেন্টারে।

কোর্সগুলি হল : এক্স রে টেকনিশিয়ান, এমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান, বেসিক হেলথ কেয়ার, ই সি জি টেকনিশিয়ান কোস, মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিজিওথেরাপিস্ট এবং রেডিওলজি ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রথম চারটি কোর্সের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাশ। বাকি কোর্সগুলির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে থাকতে হবে। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সেন্টারের ফোন নম্বর : সোদপুর, নিউআলিপুর সেন্টার – ৯০৭৩৯ ৪৩৪৯১, ৯০৭৩৯ ৪৩৪৯৭, শিলিগুড়ি : ৯০৫১০ ১৩৫০২, মালদা – ৯০৫১০ ৫৩১০৫, রায়গঞ্জ – ৯৮৭৪৬ ৪৪১১৩, দুর্গাপুর – ৯৮৭৪৭ ৪৭০৩০, হাওড়া – ৯০৫১০ ১৩৫০৪, ব্যারাকপুর – ৯৮৭৪৬ ৪৪১১৬, জলপাইগুড়ি – ৯৮৭৪৬ ৪৪১১৫, কোচবিহার – ৯৮৭৪৬ ৪৪১১৪, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা – ৯৮৭৪৬ ৪৪১১২, সল্টলেক সিটি সেন্টার – ৯০৭৩৯ ১৫৮৬১।

দিল্লি হাইকোর্টে ১৩২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩২ জন জুনিয়র জুডিশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট/রিস্টোরার নেবে দিল্লি হাইকোর্ট।

শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ২৬, তফসিলি উপজাতি ১৬, ও বি সি ৩৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২১। এর মধ্যে ৮টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। বয়স : ১–১–২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–১–১৯৯৩ থেকে ১–১–২০০২–এর মধ্যে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.delhihighcourt.nic.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১মার্চের মধ্যে। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট দেখুন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

ইন্ডিয়ান অয়েলে ৫০০ ট্রেড ও টেকনিশিয়া অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০০ জন তরুণ তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং ট্রেনিং দেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। ট্রেনিং দেওয়া হবে আই টি আইয়ের বিভিন্ন ট্রেড এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একাধিক শাখায়, সংস্থার পশ্চিমাঞ্চল রিজিয়নের মার্কেটিং ডিভিশনে।

আসনসংখ্যার বিবরণ : রাজ্য অনুসারে আসনসংখ্যা : মহারাষ্ট্র : ২৯৭টি। গুজরাট : ১১৩টি। গোয়া : ৯টি। মধ্যপ্রদেশ : ৬৪টি। ছত্তিশগড় : ১৪টি। দাদরা ও নগর হাভেলি : ৩টি। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর IOCL/MKTG/WR/APPR./2019-20 (1st cycle).

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস : মাধ্যমিক, সঙ্গে ফিটার বা ইলেক্ট্রিশিয়ান বা ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক বা ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক বা মেশিনিস্ট ট্রেডে আই টি আই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস : অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা সিভিল বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

নন টেকনিক্যাল ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাকাউন্ট্যান্ট : অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক।

নন–টেকনিক্যাল ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্টি অপারেটর (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিসেস) : অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক।

নন টেকনিক্যাল ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার) : অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ডেটা এন্ট্রির ১ বছরের কম মেয়াদের স্কিল সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

বয়স : ২৮–২–২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iocl.com অনলাইন আবেদন করা যাবে ২০ মার্চ পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় আপলোড করতে হবে এই সব নথি– প্রার্থীর বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো এবং সই। নথিপত্রগুলি পি ডি এফ বা জে পি জি ফর্ম্যাটে (১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কেন্দ্রীয় সরকারে ১,১৫৭ জন নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রক, বিভাগ ও সংস্থায় বিভিন্ন পদে ১,১৫৭ জন কর্মী নিয়োগ করা হবে। একটি কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : Phase-VIII/2020/Selection Posts Examination.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ssc.nic.in

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীরা চোখ রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

আতস কাঁচে

মৃতদেহ উদ্ধার

অরিজিৎ মণ্ডল : এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগরের রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েত এলাকার একটি ফাঁকা মাঠে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় শনিবার সন্ধ্যায় এলাকার একটি ফাঁকা মাঠ থেকে বছর পঁচিশের ওই ব্যক্তির গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে এও জানা যায় মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে ওই ব্যক্তির। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান ওই ব্যক্তিকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে । তবে কি কারণে এই খুন এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। জয়নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্ক।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার গাববেড়িয়া এলাকা থেকে দেহটি উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দিবাকর সর্দার (৫১)। তাঁর বাড়ি গাববেড়িয়াতেই। পরিবারের দাবি, পেশায় ইটভাটার শ্রমিক দিবাকর গত রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর শনিবার পরিবারের তরফে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এরপরই এ দিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি ফাঁকা মাঠে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা খতিয়ে দেখেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দেহের পাশে একটি বোতল পাওয়া গিয়েছে। বোতলে কী ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবার সূত্রে খবর, দিনকয়েক আগে একবার কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন দিবাকর। এবারও সেটাই করে থাকতে পারেন বলে অনুমান পুলিশের।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগরে কপিল মুনির আশ্রম থেকে পুজো দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে তীর্থযাত্রীদের গাড়ি ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। গুরুতর জখম বহু। জানা যায় হুগলির ধনেখালি থানার যাদববাটি থেকে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির আশ্রম এ পুজো দিতে এসেছিলেন সোনালী নাই আনন্দমোহন নাই রঘুনাথ নয় সুকুমার নাই সহ কুড়ি জন। এদিন পুজো দিয়ে ম্যাজিক গাড়িতে করে কচুবেড়িয়া ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই তীর্থযাত্রীদের ম্যাজিকটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাধা কৃষ্ণ দাস নামের এক ব্যক্তির। বাকি কুড়ি জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠালে পরে তাদেরকে প্রশাসনিক তপরতায় কাকদ্বীপ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকরা বেশ কয়েকজনকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। অন্যদিকে ঘটনাস্থলে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে তীর্থযাত্রীদের সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে তদারকি করেন ডায়মন্ডহারবার বিধায়ক দীপক হালদার। এদিন ডায়মন্ড হারবার থেকে বেশ কয়েকজনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। সাগরে পথ দুর্ঘটনায় প্রশ্ন তুলছে গাড়ি চালকদের গাড়ি চালানো নিয়ে। এবার আবারো গাড়ির গতি থাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তীর্থযাত্রীদের গাড়ি। তবে এই ঘটনায় সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা জানান, আমরা আহতদের যত শীঘ্রই সম্ভব হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি এবং কি কারণে এই পথ দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে তা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

জয়নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়েছে জলের পাইপ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়েছে জলের পাইপ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ঘটনাটি জয়নগর ২ নং ব্লকের নয়পুকুরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের। গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য ১৯৯৪ সালের ১৯ শে আগস্ট বাম সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী প্রশান্ত কুমার শূর এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। এটি ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েত মধ্যে পড়ে। এখান থেকে ব্লক হাসপাতাল নিমপীঠ অনেকখানি দূরে। তাই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপরে বহু মানুষ নির্ভরশীল কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হাসপাতালের সামনে নোংরা জল নিকাশি নালা কোনওদিন পরিষ্কার হয় না, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সুস্থ রোগী এলে অসুস্থ হয়ে

পড়বে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে। তাঁর ওপরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এলাকার ভেতরে প্রচুর জলের পাইপ ফেলে রাখা হয়েছে, যত্রতত্র ইমারতি দ্রব্য পড়ে আছে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এখানে নিয়মিত চিকিৎসক থাকেন না, কখনো থাকেন কখনো থাকেন না, নার্সরাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা সামলান। ওষুধ দেন। বছরের–পর–বছর হাসপাতাল চত্বরে জলের পাইপ পড়ে রয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো নজর দেন না বলে ও অভিযোগ। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, কয়েক বছর আগে এই এলাকায় জলের পাইপের কাজের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর মাত্র কয়েক দিনের জন্য এই জায়গাটা চেয়ে ছিলো।আর এখন জল প্রকল্পের কাজের সমস্ত টাই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এলাকার ভেতরে ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে বোঝা যাবে না এটা কোনও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাকি জল প্রকল্পের গোডাউন। এ ব্যাপারে জয়নগর দু'নম্বর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, নয় পুকুরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে রাখা জলের পাইপের ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে বারবার বলা সত্ত্বেও তাঁরা এখান থেকে কোনও ভাবেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে না ফলে রোগী বা রোগীর পরিবারের অসুবিধা হচ্ছে আমরা তা বুঝতে পারছি। আমরা এ ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবার জানাবো। তবে সামনের জল নিকাশি নালা পরিষ্কারের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি স্থানীয়. ময়দা পঞ্চায়েত থেকে। এ ব্যাপারে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন,আমি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

সিনিয়র সিটিজেনকে থানায় আটকে রাখার অভিযোগ এপিডিআরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে থানায় আটকে রাখার অভিযোগ তুলে রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে চিঠি পাঠালো রাজ্য মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। ঘটনায় প্রকাশ, গত শনিবার বিকালে জমিজমা সংক্রান্ত একটি গোলমালের জেরে বকুলতলা থানার পুলিশ পাতপুকুর এলাকার বাসিন্দা ৬২ বছরের বাসুদেব মন্ডলকে তাঁর তরুণীর মোড়ের চায়ের দোকান

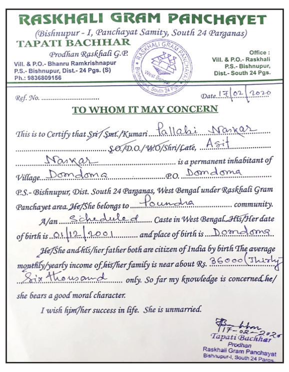
RASKHALI GRAM PANCHAYET
(Bishnupur - I, Panchayat Samity, South 24 Parganas)
TAPATI BACHHAR
Prodhan Raskhali G.P.
Vill. & P.O.- Bhanru Ramkrishnapur
P.S.- Bishnupur, Dist.- 24 Pgs. (S)
Ph.: 9836809156
Office : Vill. & P.O.- Raskhali P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs.

Ref. No. .... Date 17/02/2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to Certify that Sri/Smt./Kumari Pallabi Naskar S.O./D.O./W.O/Shri/Late, Asit Naskar is a permanent inhabitant of Village Domdoma P.O. Domdoma P.S.- Bishnupur, Dist. South 24 Parganas, West Bengal under Raskhali Gram Panchayet area. He/She belongs to Poundra community. A/an Scheduled Caste in West Bengal. His/Her date of birth is 01/12/2001 and place of birth is Domdoma.

He/She and his/her father both are citizen of India by birth The average monthly/yearly income of his/her family is near about Rs. 36000 (Thirty Six thousand) only. So far my knowledge is concerned he/she bears a good moral character.

I wish him/her success in life. She is unmarried.

Tapati Bachhar
Prodhan
Raskhali Gram Panchayat
Bishnupur-I, South 24 Pargs.

থেকে থানায় নিয়ে যায় গ্রেফতার করে। এপিডিআরের অভিযোগ, কোনও গ্রেফতারি মেমো দেওয়া হয় নি বাড়ির লোকের হাতে। গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াএকজন সিনিয়র সিটিজেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাড়ির লোকেদের সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় নি। নিয়ম অনুযায়ী শনিবার গ্রেফতার হলে রবিবার অভিযুক্তকে আদালতে তুলতে হবে। কিন্তু তা হয় নি। আর তাই এসব অনিয়ম কাজ কেন হবে তা জানার জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে চিঠি দিয়ে বকুলতলা থানার ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেছে এপিডিআরের জেলা কমিটির সম্পাদক আলতাফ আহমেদ। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার রশিদ মুনির খানকে এ ব্যাপারে সব জানিয়ে চিঠিও দেওয়া হয়। বকুলতলা থানা সূত্রে জানা গেল, তরুণীর মোড়ে ওই ব্যক্তির একটি চায়ের দোকান আছে। সেখানেই একটি জায়গায় অবৈধ ঘর তৈরিকে ঘিরে ঝামেলা চলছিল। শনিবার গোলমালের সময় বাসুদেবকে পুলিশ প্রিভেন্টিভ এ্যারেস্ট করে। রবিবার তাকে ছেড়েও দেয়। কিন্তু সে এলাকায় ফেরার পরে আবার গোলমাল শুরু হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করে মামলা রুজু করা হয়। সোমবার তাকে বারুইপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জামিন দেন। তবে পুলিশের এই যুক্তি মানতে রাজি নয় এপিডিআর।

হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে বাড়ি ফিরলেন রুক্মিণী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর : গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রতি বছরই কিছু পুণ্যার্থী স্বজনদের হারিয়ে ফেলার পর আর বাড়ি ফিরতে পারেন না। মেলা চলাকালীন দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা পুলিশ প্রশাসনের নজরেও আসে না বা কর্তব্যরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নজরেও আসে না। মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, তাঁরা ধীরে ধীরে গঙ্গাসাগরের অধিবাসী হয়ে ওঠে। সাগরের বিভিন্ন মানুষের দয়ায় চলে তাদের বেঁচে থাকা। এইবার এই প্রথম, হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ড. পি উলগানাথনের নজরে আনা হয় এই বিষয়টি । উনি হ্যাম রেডিওর প্রতিনিধি দের যথাসাধ্য সাহায্যের আশ্বাস দেন। ওনার আশ্বাসকে ভরসা করেই হ্যাম রেডিওর প্রতিনিধিরা সাগরে খুঁজতে থাকে, পড়ে থাকা পুণ্যার্থীদের। সম্প্রতি এক ষাটোর্দ্ধ মহিলার সন্ধান পায় তাঁরা , যিনি তাঁর নাম বলেন রুক্মিণী দেবী। বাড়ি কখনো কলকাতার বেলেঘাটায়, তো কখনো হরিয়ানার একটি গ্রাম, কখনো মেটিয়াবুরুজের রবীন্দ্র নগর, তো কখনো রাজস্থান। এই ভাবেই চলতে থাকে ওদের

খানা–তল্লাশি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন হ্যামেদের সাহায্য নিয়ে অবশেষে খুঁজে বার করা হয় ওই মহিলার নাতিকে, তাঁর বাড়ি বিহারের ছাপরা জেলার মুফাসিল থানার বাজিপুর গ্রামে। আনন্দ ও দুঃখের বিষয়, নাম শুনে চিনতে পারলেও, তাঁর ঠাকুমার ছবি দেখে, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হ্যাম রেডিওর অপারেটরের দিকে। প্রশ্ন করতেই রুক্মিণী দেবীর নাতি বললো, মেরা উমর ২২ সাল, আউর ও লাপাতা হ্যায় কম সে কম ২৫–৩০ সাল পেহলে, হাম তব পয়দা নেহি হুয়া, আপ ঘর চালিয়ে, ঘরয়ালে পহেচান লেগা। বাড়ি গিয়ে ছেলে ও পরিবারের লোকদের দেখালে, তাঁরা চিনতে পারেন রুক্মিণী দেবীকে। তাদের পারিবারিক দুধের ব্যবসা। মুহূর্তে আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো গোটা গ্রামের মানুষের মধ্যে। হ্যাম রেডিও অপারেটরদের, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের রুক্মিণীদেবীর পরিবারকে খুঁজে বেড়ানোর ক্লান্তি নিমেষে আনন্দে রূপান্তরিত হলো। আবার একবার প্রমাণিত হলো, হ্যাম(HAM) মানে শুধুই হার্টজ– আর্মস্ট্রং– মার্কোনি নয়। হ্যামের আরেকটি অর্থ, হেল্প অলওয়েজ ম্যানকাইন্ড। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের পক্ষ থেকে, ২৫–৩০ বছর বাদেও গঙ্গা সাগরের পুণ্যতীর্থ থেকে, মেলা শেষ হওয়ার পরেও, অবিরাম পরিশ্রমের মাধ্যমে রুক্মিণী দেবীকে সুস্থ অবস্থায়, বিহারের ছাপরা জেলায় পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দিত, তাঁরা। তৎসহ কৃতজ্ঞ জেলাশাসক ড. পি উলগানাথনের প্রতি। হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল শাখার সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, আমরা চাই গঙ্গাসাগরে বারে বারে ফিরে আসুক, ড. পি উলগানাথনের মতন মানুষেরা। আর আমরা যেন এভাবেই হারানো মানুষদের তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারি।

ডিএম কিট ও পলিথিন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : কুলতলি বিধানসভার অধীন বাইশহাটা অঞ্চলের প্রিয়র মোড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী ও সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের সহযোগিতায় ১৫৫ জনের মধ্যে ডিএম কিট এবং ৫৫ জনের মধ্যে পলিথিন ত্রিপল দেওয়া হলো রবিবার বিকালে। সাংসদের নির্দেশে

এলাকার গরিব বুলবুল ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের হাতে এসব তুলে দেন জেলা পরিকল্পনা ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ কমিটির সদস্য গোপাল মাঝি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী নূরহোসেন গাজী, মোশারফ মোল্লা, আলীনুর মোল্লা, ফজলু রহমান মোল্লা সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যগণ। এই সব সামগ্রী পেয়ে খুশি এলাকার গরিব মানুষেরা।

উত্তরের আঙিনায়

বোমা উদ্ধারে ছড়াল আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : ফের বোমা বিস্ফোরণ ও তাজা বোমা উদ্ধার কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বলরামপুরে। শনিবার গভীর রাতে ও রবিবার ভোরে ঘটনা টি তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বলরামপুর চৌরঙ্গী বাজার ও তৃণমূল কার্যালয়ে ঘটে। জানা যায় তুফানগঞ্জ এক বলরামপুর চৌরঙ্গী মোড়ে গভীর রাতে পর পর দুটি বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ঘুম ভাঙে এলাকার বাসিন্দাদের। এর পর রবিবার ভোরে তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে দুটি তাজা বোমা দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরে বলরামপুর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে পুলিশ এসে তাজা বোমা দুটি নিষ্ক্রিয় করে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার গভীর রাতে বলরামপুর দুই নম্বর জিপির শোলধুকরী এলাকায় বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষে আহত হয় উভয় পক্ষের চার জন, ভাঙচুর হয় বেশ কিছু গাড়ি ও বাড়ি। মূলত শোল ধুকরী ক্লাবে গভীর রাতে হইহট্টগোল এর প্রতিবাদ করায় দুই দলের গন্ডগোল এর সূত্রপাত। সেই ঘটনার রেশ ধরে দুদিন ধরে বেশ উত্তপ্ত বলরামপুর। শনিবার সন্ধ্যায় বিজেপি প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই এলাকায় মিছিল করে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। এবং এর পাল্টা হিসাবে তৃণমূল এলাকায় বিশাল মিছিল করে। দুই পক্ষের মিছিলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলরামপুর বাজার এলাকা। তুফানগঞ্জ থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনা স্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এর পরেই গভীর রাতে চৌরঙ্গীতে বোম ব্লাস্ট হয় এবং তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে দুটি তাজা বোমা দেখা যায়। তৃণমূলের তরফ থেকে বিজেপির দিকে অভিযোগ করা হয়েছে। তুফানগঞ্জ এক নং ব্লকের সহ সভা পতি সামিউল ইসলাম জানান, শান্ত বলরামপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। বলরামপুর এলাকায় বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, দাঁড়াবার জায়গা না পেয়ে পরিবেশ অশান্ত করছে।

অপরদিকে, বিজেপির তরফ থেকে ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে এবং পুলিশ সঠিক তদন্ত করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। গোটা এলাকায় পুলিশ টহল দিচ্ছে।

গাঁজার ক্ষেত নষ্ট করছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: অবৈধ ভাবে গাঁজার চাষ ৬০ বিঘা জমিতে। গাঁজার ক্ষেত নষ্ট করল, দিনহাটা থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে দিনহাটা ১ নং ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জামাদরবস, সিঙ্গীমারী, ভেটাগুড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামদেবের পাট সহ বিভিন্ন এলাকার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ জামাদরবস, সিঙ্গীমারী, কামদেবের পাট ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে গাঁজার চাষ বেড়েই চলেছে। অবৈধ গাঁজার চাষ বন্ধ করতে রবিবার দুপুরে দিনহাটা থানার এস ডিপিও মানবেন্দ্র দাস, আইসি সঞ্জয় দত্ত আবগাড়ি দপ্তরের আধিকারিক জাকির হোসেন দিনহাটা ১ নং ব্লকের বিডিও শৌভিক চন্দের নেতৃত্ব যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬০ বিঘা জমির গাঁজার গাছ কেটে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়।

এই নষ্ট করা গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। অবৈধভাবে গাঁজা চাষ রুখতে পুলিশ ও প্রশাসন অভিযান চালিয়ে যাবে বলে জানা গেছে।

উন্নয়নের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন ব্যবসায়ীরা

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: কোচবিহার জেলার বিভিন্ন হাট এবং গ্রামীণ বাজারের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সোমবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ও জেলা শাসককে ডেপুটেশন দিলেন এই সমস্ত হাট ও বাজার ব্যবসায়ীরা। এদিন তাদের কর্মসূচির কথা আগাম জানা সত্ত্বেও নিজের দপ্তরে ছিলেন না জেলাশাসক। তাই কার্যত বাধ্য হয়ে জেলাশাসকের দপ্তরের আধিকারিক এর হাতে দাবিপত্র তুলে দেন ব্যবসায়ীরা। কোচবিহার জেলার প্রায় সবকটি হাট এবং গ্রামীণ বাজারগুলির চরম দুরাবস্থা। না আছে উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, না আছে রাস্তা, না আছে পর্যাপ্ত আলো এবং সর্বোপরি প্রায় প্রত্যেকটি হাট এবং গ্রামীণ বাজারে নেই কোনও টয়লেট ও শৌচাগার। এই পরিস্থিতিতে এক দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যেই নিজ নিজ ব্যবসা করতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এই হাট এবং গ্রামীণ বাজারের ব্যবসায়ীদের। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কাজের কাজ হয়নি কিছুই। তাই বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনের পথে নেমেছেন তারা, বলে এদিন জানান আন্দোলনকারী ব্যবসায়ীরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : নেই পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা। হাত ধোয়ার জন্য ন্যূনতম জলের জন্য ছুটতে হয় পার্শ্ববর্তী গৃহস্থের বাড়িতে। এই পরিস্থিতিতে জল তীব্র কষ্টের মধ্যে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চলছে মেখলিগঞ্জ মহকুমার ১৪১ কামাত চ্যাংড়াবান্ধা দেবী কলোনীতে অবস্থিত ৩০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই কেন্দ্রের শিশুরা। কিন্তু কিন্তু তারপরও কোনো হেলদোল নেই প্রশাসনের।

সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ডলি রায় হাজরা বলেন, শুধু পানীয় জল বা অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য জলকষ্টই নয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে প্রায় পুরোপুরিভাবে। সেন্টারের ঘরের চাল দীর্ঘদিন হয়ে ফুটো হয়ে যাওয়ায় ঘরের ভেতর চলে আসে বৃষ্টির জল। আর তাতে যেমন দুর্ভোগে পড়তে হয় এই কেন্দ্রের শিশুদের, ঠিক একই ভাবে প্রতিনিয়ত জল পড়ে নষ্ট হয় বিভিন্ন খাবার। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য থেকে পঞ্চায়েত প্রধান, সহ বিভিন্ন স্তরে দীর্ঘদিন ধরে জানানোর পরেও আজ পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সমস্ত বক্তব্য কে সমর্থন জানিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুচিত্রা সিংহ বলেন, সংশ্লিষ্ট এই ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ দিতে বলা হলেও আজ পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রশাসনের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি।

আবারও গোষ্ঠী কোন্দল, পুড়ল বাইক

ব্রজেশ্বর রায়, দিনহাটা: আবারও তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিনহাটা মহকুমার ২ নং ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। দীর্ঘদিন ধরেই দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ ও একদা উদয়ন গুহের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জেলা পরিষদের কর্মধ্যক্ষ হুমায়ুন কবীরের গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে সোমবার সকালে। বিধানসভা নির্বাচন সামনে আসতেই এলাকা কার দখলে থাকবে তা নিয়েই গোষ্ঠী কোন্দল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

একদা উদয়ন গুহের ছায়াসঙ্গী মীর হুমায়ুন কবিরের সাথে দীর্ঘদিন ধরেই বিধায়ক উদয়ন গুহর কোন্দল সামনে আসছিল বারবার। সোমবার সকালে দিনহাটা ২ নং ব্লকের তৃণমূল পার্টি অফিসের হুমায়ুন কবীরের লোকজনের ওপর আক্রমণ করে বিধায়ক উদয়ন গুহর অনুগামীরা বলে অভিযোগ। সোমবার সকালেই গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পরবর্তীতে হুমায়ুন কবীরের অনুগামীদের মোটরবাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেন উদয়ন গুহের অনুগামী বলে পরিচিত আজিজার রহমান। তিনি বলেন, সোমবার তার বাড়িতে দিদিকে বলো কর্মসূচির জন্য কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয়েছিলেন।

এমত অবস্থায় মীর হুমায়ুন কবীর এর অনুগামীরা বাইরে থাকা বাইক গুল্যিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এই ঘটনা ঘটান। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন। পাশাপাশি দুটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন আয়ত্বে আনে। এই ঘটনায় একজন গুরুতর আহত অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এখন অব্দি এই ঘটনায়

কাউকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়নি পুলিশ। এলাকায় রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনার ফলে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

দুই দলে কোন্দলের জেরে মারধর ও ভাঙচুর, অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

বিজেপি কর্মীর বাড়িঘর ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : বিজেপি কর্মীকে মারধর, বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সোমবার বিকালে ঘটনা গুলো ঘটে বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত পূর্ব ফালিমারি ও রামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বিজেপির ৩৩ মন্ডল সভাপতি বিজন বিহারী বর্মনের অভিযোগ প্রতিবার তৃণমূল রামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের ঢোকানোর নাম করে অসম থেকে দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসে বিজেপি কর্মীদের মারধর করে। বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বেছে বেছে ভাঙচুর চালানো হয়। এদিনও তৃণমূল অসম থেকে দুষ্কৃতীদের লাঠিসোটা, বোম, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলাকায় মিছিল করে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালায়। বিজেপি কর্মী পরেশ দাস এর রামপুরের বাড়ি ও দিলীপ দাসের পূর্ব ফালিমারির বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। পূর্ব ফালিমারির বিজেপি কর্মী প্রত্যুষ শেখকে ব্যাপক ভাবে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে আসামের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

রয়েছেন। বিজন বাবুর দাবি, এদিন ঘটনাস্থলে পুলিশ রইলেও, তারা নীরব দর্শক ছিলেন। বিজেপির তোলা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের কো কনভেনর সুরেশ বর্মন বলেন, বরং বিজেপি অসম থেকে এলাকায় দুষ্কৃতী নিয়ে অশান্তি ছড়ায়। এদিন যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা ওদের গোষ্ঠী কোন্দল এর ফল। তৃণমূলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তুফানগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জ্যাম ইয়ং জিম্বা বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশি নজরদারি চালানো হচ্ছে।

তৃণমূল কর্মীর দোকান ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি–দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে তুফানগঞ্জের অন্দরান ফুলবাড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লিতে। ঘটনায় ৪জনকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

গতকাল রাতে সেখানে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে দুই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। বাড়ির পাশাপাশি তাঁদের গাড়ি এবং দোকানও ভাঙচুর করা হয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতা বীরেন বর্মন বলেন, বিজেপি কর্মীরা দুই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা চালায়। আমার বাড়িতেও বিজেপি কর্মীরা ঢিল ছোড়েন।' তবে তৃণমূলের তোলা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা তথা অন্দরান ফুলবাড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধরণীকান্ত বর্মন বলেন, গতকাল রাতের ঘটনার সঙ্গে বিজেপির

কেউ জড়িত নয়।' হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় ৪জনকে আটক করা হয়েছে। একটি মোটরবাইকও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

এব্যাপারে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি শিখা মিত্র জানান, এই কাজ বিজেপি কখনো করে না। এটা তৃণমূলের কাজ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২২ ফেব্রুয়ারি – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

তাপস পালের বিদায় ও কিছু শিক্ষা

এক ট্র্যাজিক হিরোর জীবনাবসান হলো। বাঙালির ম্যাটিনি আইডল উত্তমকুমারের জীবনাবসানের পর ম্যাটিনি আইডল হিসেবে ক্রমশ উঠে আসতে থাকে সরল সাদাসিধে ভাবমূর্তির তাপস পাল। যখন বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প সংকটের মুখে তখন অনেকটাই তাপস পালের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ায়। ব্যক্তি তাপস পাল, অভিনেতা তাপস পাল ও রাজনীতিক তাপস পালের মধ্যে ফারাকটা বাংলার মানুষের কাছে আজ স্পষ্ট। সবকিছুকে ছাপিয়ে শিল্পী তাপস পাল বাংলার চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই।

গুরুদক্ষিণা, অনুরাগের ছোঁয়া, ভালবাসা ভালবাসা, পারাবত প্রিয়া প্রভৃতি অসংখ্য বক্স অফিস সফল চলচিত্র বাংলার পরবর্তী প্রজন্মের পরিচালক ও অভিনেতাদের অনেক কিছু দিয়েছে। তাপস পাল যখন খ্যাতির মধ্য গগনে তখন তার জনপ্রিয়তাকে বাজি রেখে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেন। অধুনা লুপ্ত আলিপুর বিধানসভার বিধায়ক ও পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগরের সাংসদ যখন পুরোদস্তুর রাজনৈতিক নেতা তখনই সেলুলয়েডের হিরোর উর্দ্ধমুখী রেখচিত্র ক্রমশ নিম্নমুখী হতে শুরু করে। বিশেষ করে কিছু অকথা কুকথা যখন ভাইরাল হয়ে গেল জনমানসে তার ভাবমূর্তি দ্রুত খারাপ হতে শুরু করে। এরপর রাজনৈতিক নানা আর্থিক কেলেঙ্কারির ফাঁদে যখন একের পর এক রথী মহারথী রাজনীতিকরা জেলে আটকা পড়তে শুরু করে সেই তালিকায় তাপস পালের নামও উঠে আসে। দীর্ঘ ১৩ মাস কারাগারে কাটাবার পর মানসিকভাবে বিধ্বস্ত তাপস পাল জনমনের আড়ালে চলে যান। সেই নেপথ্য কালে নানা দুঃখ বেদনার স্মৃতি কিছু ঘনিষ্ঠ জন ছাড়া গণমাধ্যমে তেমনভাবে কিছু উঠে আসেনি। রাজনীতির প্রকাশ্য জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার পর জানা যায় তাপস পাল নানা স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। একদা এক শক্তিশালী শিল্পী মন থেকে হারিয়ে যান রাজনীতির কুৎসিত আবর্তে। যার অভিনয় আজও বহু মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেই তাপস পালের ভাবমূর্তি অত্যন্ত লঘু হয়ে জনমানসে ভেসে বেড়ায়। একজন শিল্পী সত্তা কিভাবে ধীরে ধীরে তার পর্বত প্রমাণ উচ্চতায় পৌঁছতে পারে এবং সেখান থেকে পতন হলে কি পরিণতি হয় তা তিনি জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন। সাম্প্রতিক অতীতে অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী প্রমুখ চলচ্চিত্র জগতের নায়করা রাজনীতিক তিক্ত স্বাদ নিয়ে ফিরে গেছেন তাদের নিজের জগতে। অনেক নায়ক নায়িকা একদা লোকসভা রাজ্যসভায় শোভা বর্ধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের এক ঝাঁক চলচিত্র শিল্পী রাজনীতির আঙিনাতে পা দিয়ে সরাসরি জনপ্রতিনিধি হয়েছেন। সন্ধ্যা রায় থেকে শুরু করে দেব, মিমি চক্রবর্তী, নুসরৎ জাহান এনারা প্রত্যেকেই জনসেবার অঙ্গীকার নিয়েই লোকসভা আলো করেছেন। বাস্তবের মাটিতে তাদের অভিজ্ঞতা খুব একটা মধুর এমনটা বলা যায় না। কষ্ট কল্পনায় অনুমান করা যায় যদি উত্তমকুমার ভোট ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে হাজির হতেন এবং বিপুল জয়ের পর রাজনীতির আঙিনায় চূড়ান্ত ব্যর্থ হতেন তাহলে পরিস্থিতি কি হতো। তাপস পাল জীবন দিয়ে আগামী প্রজন্মের কাছে এই বিশেষ বার্তা দিয়ে গেলেন।

শ্রীঈশোপনিষদ

আবাহন

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বলে, এই দৃশ্যমান জগতের মতো তাঁর থেকে উদ্ভুতসব কিছুই সর্বতোভাবে পূর্ণ। পরম পূর্ণ থেকে যা কিছু উদ্ভুত হয়েছে,তা সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য অখণ্ড ওপূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।

তাৎপর্য

পরম পূর্ণ বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার উপলব্ধি হচ্ছে পরম পূর্ণের অসম্পূর্ণ উপলব্ধি। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধি হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের সৎ অর্থাৎ তাঁর নিত্যত্বের উপলব্ধি, আর পরমাত্মার উপলব্ধি হচ্ছে তাঁর সৎ ও চিৎ উপলব্ধি, অর্থাৎ তাঁর নিত্যত্ব ও জ্ঞানময় স্বরূপের উপলব্ধি।কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়–সমস্ত অপ্রাকৃত রূপের উপলব্ধি। যখন কেউ পরম পুরুষকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি পূর্ণ বিগ্রহরূপে এই সমস্ত রূপ উপলব্ধি করেন। সুতরাং পরম পূর্ণ নিরাকার নন। তিনি যদি নিরাকার হতেন অথবা তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা ন্যূন হতেন, তা হলে তিনি পূর্ণ হতে পারতেন না। পরম পূর্ণের মধ্যে অবশ্যই সব কিছু থাকবে, তা আমাদের জ্ঞাতইহোক বা অজ্ঞাতই হোক। অন্যথায় তিনি পূর্ণ হতে পারেন না।

পরম পূর্ণ, পরমেশ্বর ভগবান অসীম শক্তির অধিকারী। এই সমস্ত শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের মতোই পূর্ণ। তাই এই দৃশ্যমান অথবা প্রাকৃত জগৎও স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ। যে চব্বিশটি তত্ত্বের দ্বারা এই অনিত্য জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন রয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের সংরক্ষণের জন্য অন্য কোন পৃথক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এই ব্রহ্মাণ্ড নিজস্ব কাল পরিমাণে কাজ করছে, যা পরম পূর্ণের শক্তিতে সুনির্ধারিত রয়েছে। যখন সেই নির্ধারিত কাল–পরিমাণ সম্পূর্ণ হয়, তখন এইঅনিত্য প্রকাশ পূর্ণতত্ত্বের পরিপূর্ণ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। পূর্ণকে উপলব্ধি করার জন্য পূর্ণ এককদের অর্থাৎ জীবাত্মাদের সব রকম সুযোগ দেওয়া হয়। পূর্ণ সম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞানের ফলেই সবরকম অসম্পূর্ণতার বোধ হয়। জীবনের চেতনার পূর্ণ প্রকাশ হয় মনুষ্যরূপে এবং জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ৮৪ লক্ষ প্রজাতির মধ্য দিয়ে আবর্তিত হওয়ার পর মানবদেহ লাভ হয়। জীব যদি পূর্ণ চেতনার আশীর্বাদ স্বরূপ এই মানব জীবনে পরম পূর্ণের মধ্যে তার নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে না পারে।

ফেসবুক বার্তা

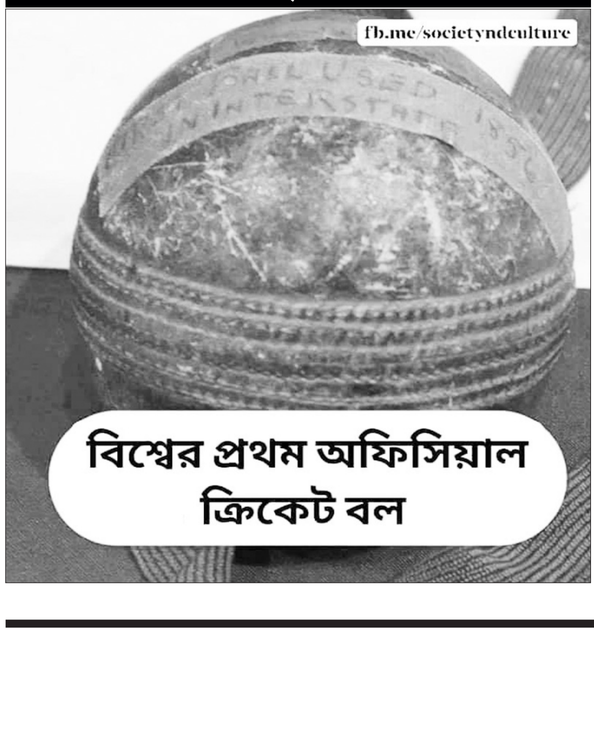

বিশ্বের প্রথম অফিসিয়াল ক্রিকেট বল

কেন যাদবপুর আর জেএনইউ তে আটকে বামপন্থীরা?

নির্মল গোস্বামী

সদ্য সমাপ্ত দিল্লির নির্বাচনে সিপিএম তিনটি কেন্দ্রে লড়াই করে জমানত খুইয়েছে। এক শতাংশেরও কম ভোট পেয়েছে। এই নিয়ে বামেদের আত্ম বিশ্লেষণ কী তা না জানা গেলেও রাজনীতির পরিসরে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে। বিজেপি হারলেও পূর্বের তুলনায় সামান্য হলেও সিট ও ভোটের প্রাপ্ত শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে নীতি আদর্শ নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব করছে সেই নীতি আদর্শ দেশের জনতা গ্রহণ করছেন না কেন? বাম আদর্শের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেন তৃণমূল দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে পদ্মপাতার ছাওয়ায় আশ্রয় নিচ্ছে?

কারণটা হল সাধারণ মনুষকে স্বপ্ন দেখানো খুব সহজ। কিন্তু সেই স্বপ্নটা ভেঙে যাচ্ছে বাস্তবের মাটিতে। এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি একবার হলে, পুনরায় শত চেষ্টা করেও আর তাদের বিশ্বাস করানো যাবে না। গাল ভরা তত্ত্বের থেকে জীবনের অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। আমাদের রাজ্যের মানুষ বামপন্থীদের থেকে যা আশা করেছিল তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বামেরা।

বামেরা দাবি করে যে তাদের দ্বিচারিতা নেই। অন্য দলগুলো মানুষের কথা বলে আসলে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কাজ করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নাকি কাজই দারিদ্রদের শোষণ করা। মার্কস, লেনিন পথ দেখালেন। অনেক দেশে তৈরি হল কমিউনিস্ট পার্টির সরকার। প্রতিষ্ঠা হল সমাজতন্ত্র। শোষণহীন সমাজ। তারপর মাত্র ৭০ বছরের মধ্যে ভেঙে পড়ল সমাজতন্ত্র। দেখা গেল কমিউনিস্ট শাসকদের ঢেকে রাখা রূপ। জলের কল সোনার তৈরি, কমোড রূপার। ভোগের চূড়ান্ত সীমায় শাসকরা জীবন যাপন করেছে। মিথ্যা উন্নতির ফানুস চুপসে গেল। বাংলার কমরেডরা যে লেলিনের নাম না নিয়ে জলস্পর্শ করে না। সেই লেনিনের মৃতদেহকে কবর থেকে তুলে ফেলল সে দেশের শ্রমিক কৃষকরা। মূর্তি ভেঙে ফেলল রাগে। কারণ কমিউনিস্ট জমানায় এতো উন্নয়ন হয়েছে যে খাবার রুটি পর্যন্ত নেই। পুঁজিবাদী দেশ ভারত থেকে খাদ্যদ্রব্য পাঠাতে হল। কেউ কথা বলল না। সরকার চলছে। কথা বললেই রাতে কালো গাড়ি এসে নিয়ে যাবে বধ্যভূমিতে। কোনও নিখোঁজ ডায়েরি বা এফআইআর চলবে না। আজকের পুঁজিবাদী ভারতের মহিলারা ৫০ দিন ধরে রাজধানীর রাস্তা অবরোধ করে বসে আছে রুটির জন্য, চাকরির জন্য নয়, সরকারের বৈধভাবে প্রণিত একটি আইন বাতিলের দাবিতে। এটা গরিবের সরকারের আমলে রাশিয়ায় ঘটলে কি হতো– তার ধারণা বোধহয় কানহাইয়া কুমার বা ঐশী ঘোষদের নেই। ইতিহাস বড় নির্মম। কোনও কিছু ভুলতে দেয় না।

মাওসেতুং–এর চিনে একদল ছাত্র তিয়েন–আন–মেন স্কোয়ারে সমবেত হয়ে ধরনায় বসে ছিল। রাতের অন্ধকারে যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক থেকে ছাত্রছাত্রীদের উপর গোলা বর্ষণ করা হয়। কয়েক মিনিটে কয়েক হাজার তাজা তরুণ তরুণীর মৃত্যু হল। রক্তে ভেসে গেল রাজপথ। মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা আজও জানা যায় না। কারণ এই সংবাদ ছাপাবার মতো স্বাধীনতা চিনের সংবাদ মাধ্যমের ছিল না। যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের যারা মদত দিচ্ছে, যে ছাত্রছাত্রীরা বিকিনি পরে রাস্ত্রা মিছিল করছে 'হল্লা বোলে' আর আজাদীর স্লোগান দিয়ে রাস্তায় হাঁটছে তারা কি জানে তিয়েন–আন–মেন স্কোয়ারের ইতিহাস?

দিদির বাংলায় যে ছাত্রসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ঢুকতে না দেওয়ার সাহস দেখায়। রাজ্যপালকে সমাবর্তন উৎসব থেকে বের করে দেবার হিম্মত রাখে সেই তারা কি জানে তাদের পূর্বসুরী কয়েক হাজার ছাত্র ছাত্রীদের চার দশক আগে চিনে ঘটে যাওয়া ছাত্র হত্যার মৌখিক প্রতিবাদটুকু করতে পারে নি এদেশের বামপন্থী দ্বারা পরিচালিত সব কটা ছাত্র ইউনিয়ন। হ্যাঁ একমাত্র প্রতিবাদ করেছিল পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখভালকারী দল কংগ্রেসের ছাত্র ইউনয়ন ছাত্র পরিষদ। বামপন্থীদের টিকি বোধহয় বাঁধা ছিল চিনের কাছে? তাই তারা নীরব থেকেছে। কিংবা নিজেরা যে সর্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রচার করে জোর গলায় তার আসল রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে সেই ভয়ে চুপ থেকেছে। কিন্তু ইতিহাসকে মুছে দিতে পারেনি। এ রাজ্যে সারা জীবন টাটা বিড়লাদের গালি দিয়ে হাততালি কুড়িয়েছে। সেই টাটার জন্য, সালিম গোষ্ঠীর জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে মানুষের মোহ ভঙ্গ হল। তাদের কাজই দেখিয়ে দিল তারা কত ভণ্ড। উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের জন্য টাটাদের প্রয়োজন– তবে এতো দিন কেন মিথ্যা প্রচার করে এসেছে? মানুষের মনে প্রশ্নই দানা বাঁধল।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ভেঙে পড়ার আগে পর্যন্ত বামেদের আদর্শগত যে জোর ছিল তা আর বর্তমানে নেই। আদর্শের জন্য মানুষ অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারে হাসি মুখে। এই সত্য সর্ব দেশের সর্ব কালে দেখা গেছে। আদর্শের অমোঘতাই চরিত্রের দৃঢ়তা আনে। তাই ৩০–৪০ বছর আগের বামপন্থীদের জীবন যাত্রা আর আজকের বামপন্থীদের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রচুর ফারাক হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে মালিকের হাত গুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে জোশ নেই। কারণ মালিকের হাতটা যে কালো এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নয় তারা। গ্রামের চাষিরা নগ্ন পদে ২০০ কিমি পথ হাঁটে সর্বহারাদের ডাকে। কিন্তু ভোটের সময় ভাবে কারা সরকার গড়বে তাদের কথা। বামেরা দল গঠন করেছিল রাষ্ট্রের খোল নলচে পাল্টে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বলে।

কিন্তু সে এক দীর্ঘ পথ চলার বিষয়। এর মধ্যে যদি ভোটে জিতে যায় তাহলে সরকার চালাবে এই জন্য যে মানুষ বুঝতে পারবে– বুর্জোয়াদল আর বামপন্থীদের মধ্যে পার্থক্যটা। কিন্তু দুভার্গ্যের ব্যাপার যে যেখানে তারা রাজ্যত্ব করেছে সেখানকার মানুষ বোধহয় ব্যর্থ হয়েছে তাদের চিনতে। তার দায় তাদেরই। যে মানুষ কেজরিওয়ালকে চিনতে পারল সেই মানুষ বামেদের চিনতে পারল না কেন?

আর একটা বড় কারণ হল ধর্ম। স্বামীজি বলেছিলেন ভারতের আত্মা হল ধর্ম। সেই আত্মার অমর্যাদা করে ভারসবাসীর মন জয় করা যায় না। বামেরা কালমার্কসের কথা শুনে ধর্মকে আফিম বলে দূরে থাকল। ফলে ভারতের ধর্মভিত্তিক পালাপার্বন উৎসবাদি থেকে তারা দূরে রইল। মানুষও তাদের থেকে দূরে সরে গেল। ওরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বাস করে না এই সন্দেহের বেড়াজাল থেকে বামেরা বের হওয়ার চেষ্টা করেনি। তারা ভাবে হিন্দুধর্মকে যত গালাগালি দেবে ততই তারা প্রগতিশীল বলে প্রতিপন্ন হবে। আর এটাই তাদের কাল হয় বাংলায় ঘুরে দাঁড়ানোর পথে কাটা হয়ে। তৃণমূল দল যে করেই হোক মুসলিমদের মসিহা রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। বামেদের আমও গেল ছালাও গেল।

একদিন তারা বড় গলায় প্রচার করেছে যে, এই স্বাধীনতা এই সংবিধান সব ঝুট হ্যায়। আজ একদিকে তাদের শ্রেণিহীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে অপরদিকে তারা এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়– এটাও জনগণ জানে। ফলে আজ তারা যতই প্রচার করুক যে তারাও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। তারা আর বিপ্লবের কথা বলবে না। মানুষ তাদের বিশ্বাস করতে পারে না। ভারতীয় সমাজ জীবনের সঙ্গে তাদের দূরত্ব রয়েই গেছে। সেই দূরত্ব বোধ হয় দূর হওয়ার নয়। বাস্তব পরিস্থিতিতে শ্রমিক কৃষকের যা অর্থনৈতিক অবস্থা মার্কস বর্ণিত শ্রমিক কৃষকদের অবস্থার থেকে অনেক ভাল। একজন প্রাথমিক শিক্ষক ৫০ হাজার টাকা মাইনে পায়। ফলে বিপ্লবের কার্যকারিতায় আর নেই। তাই বামেদের ভবিষৎ সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত ছাত্র যুবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তারা সহজেই আদর্শের টানে পা বাড়ায় বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য। অভিজ্ঞ সংসারী মানুষ বামেদের ভোট দেবে না। তাদের শেষ আশ্রয় হল সেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

'দাও দাও' বলে পরের পিছু পিছু

নবনীতা সেন

কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু– লিখেছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। এবাক্যের সত্য উপলব্ধি কতটা মর্মান্তিক দিল্লির নির্বাচক মণ্ডলী তথা ভারতবর্ষের এক শ্রেণির মদগর্বী বুদ্ধিজীবী অতি সত্বর মর্মে মর্মে বুঝতে পারবেন। 'পরের পাইলে দাদের মলমও উত্তম মাখন বলিয়া খাইব'– এই রকম ব্যঙ্গ মন্তব্য করেছিলেন প্রথম বাঙালি এডিটর 'সংবাদ প্রভাকর' এর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সরকার এখানে অবশ্যই পর নয়। জনগন দ্বারা নির্বাচিত। সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারকে কিছু ব্যবস্থা নিতেই হয়। স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর (২০২২) সকল ভারতীয় পরিবারের মাথায় ছাদ থাকবে। সেই বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস ইত্যাদি জীবন ধারণের উপযোগী সুবিধাগুলি সহজলভ্য হবে। এর আগেও ২ টাকা কেজি (বিপিএল ভুক্ত) চাল। ১০০ দিনের কাজ প্রভৃতি সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিরোধী সদস্যরো সরকারের সঙ্গে এসব প্রসঙ্গে একমত ছিলেন। স্বামীজি বলেছেন– খালি পেটে ধর্ম কর্ম কিছুই হয় না। Poor Economics এর প্রবক্তা কেউ যদি থাকেন তো তিনি হলেন শ্রীঠাকুরের মানসপুত্র নরেন। আরেক নরেন্দ্র যিনি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে জন্ম নিয়েছেন কৃষকদের জন্য চালু করেছেন কিষান সম্মান যোজনা। এতদিন কৃষকদের চাষের সময় কুসীদজীবীর কাছে হাত পাততে হতো। আজ কিষান কার্ডের মাধ্যমে ১২ কোটি প্রান্তিক চাষি উপকৃত হন। তিন ইনস্টলমেন্টে ছয় হাজার টাকা। আজ কৃষিপণ্য এতো পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে যে Export করাও সম্ভব হচ্ছে। গত Dec 2019 পর্যন্ত Foreign Exchange Reserve এর পরিমাণ ৪৯৯ বিলিয়ন ডলার। কোনও খাতে সরকারি খরচের উদ্দেশ্য স্থায়ী সম্পদ বা Permanent Asset তৈরি করা। সেই অর্থে কোনও কোনও রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ মনরেগা দুর্নীতির কারণে সফল হয়ে উঠতে পারেনি। তৃণমূলী নেতারা Fake নাম দেখিয়ে কোষাগার আত্মসাৎ করেছে। অপরদিকে গুজরাটে সবরমতী নদী ১০০ দিনের শ্রমের বিনিময়ে এখন একূল ওকূল দুকূল ভেসে যাচ্ছে। চিনের প্রেসিডেন্ট এ নদীর কিনারায় ছুটি কাটিয়েছেন। রান অফ কচ্ছ পর্যন্ত জল পৌঁছে গেছে। এ কাজ যে সৎ মুখ্যমন্ত্রীর আমলে হয়েছে তার নাম নরেন্দ্র মোদী। এইটাই স্থায়ী সম্পদ। এই জিনিস যমুনা রিভার ব্যাঙ্ক এও হতে পারতো। যমুনা নদী ড্রেজিং করে জলবহতা বাড়ানো যেতে পারতো। পলিউটেড জল ৬০০ লিটার বিনামূল্যে বিতরণ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে হতো না। বায়ুদূষণে দিল্লি সর্বকালীন রের্কড ছাড়িয়েছে। শতাধিক স্মোগ টাওয়ার চালু করার অর্থ, সেই রকম সিসিটিভি ইনস্টল করার অর্থ কেন্দ্র সরকারের তরফে কেজরিওয়াল কে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজ কিছু হয়নি। মুফত খোরিতে সব পয়সা গেছে। Freebies! Freebies!! Freebies!!! বিনি পয়সায় জল, কোয়ালিটি যা–ই হোক। বিনি পয়সায় ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ, wifi, লেডিস বাস থেকে মল সাফ– সবই বিনি পয়সার ভোজ। যদি জোটে রোজ– এই ভরসায় দিল্লিবাসী মানুষ আপ পার্টিকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু কেজরি এই মুফৎখোরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মাত্র ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত। এর আগেও কেজরি খেপে খেপে দিল্লিজনকে ক্ষেপিয়েছে। মহল্লা ক্লিনিক তার একটা উদাহরণ। ESI Corporation কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উপক্রম। রাজ্য সরকারগুলি এর Stake Holder, কিন্তু NCR সব কয়টি ESI service Dispensary কেন্দ্র সরকারে পয়সায় চলে। যেহেতু Labour Deptt. কেন্দ্র রাজ্য Concurrenca List এ আছে অর্থাৎ ESI Service Dispensary পরিচালনের ওপর দিল্লি সরকারেরও একটা ভূমিকা আছে। এই সূত্রে Service Despensaryগুলো হয়ে গেল মহল্লা ক্লিনিক এর বিজ্ঞাপিত উদাহরণ, আপ পার্টির ভোট টানার ইনস্ট্রুমেন্ট। সুকরভস্তী প্রভৃতি আউটার দিল্লির মোহল্লা ক্লিনিকগুলোতে রিটায়াড চিকিৎসক ও প্যারামেডিকোসরা প্রথম দিকে সার্ভিস দিলেও অনারারিয়ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরের দিকে নো চিকিৎসা নো পরিষেবা অনলি বিজ্ঞাপন। দিল্লিতে তিনটে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। এখানকার বিদ্যালয়গুলো মডেল (Model) স্কুলের মর্যাদা পেল। এখানেও নামী দামী প্রাক্তন শিক্ষকরা বিদ্যাদানে ব্রতী হলেন। স্ট্রাইকিং রেট ৮৮% পর্যন্ত উঠলো ক্রমে ক্রমে ২০১৮ সালে। তস্কর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হাতযশে গুরু দক্ষিণার ব্যাপারটা উধাও। বিদ্যা যে যুগে দানের ব্যাপার ছিল গুরুগুণে অন্যান্য প্রণামীও পৌঁছাতো। সেদিন বিদায় নিয়েছে। এক্সপার্টরাও অবসর দিনগুলো গৃহকোণে কাটানোই সংগত মনে করলেন। ছাত্রদের সাকসেস রেট ২০১৯ সালে ৬২% এ নেমে এলো। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে বিজেপির জমিনি প্রচার এতটাই তুঙ্গে উঠলো যে কেজরীওয়ালের NGO পর্বের সঙ্গী প্রণয় রায়, রাবিশ কুমার প্রমাদ গুনলো। মোদী baiter অর্থনীতিবিদরা Poor economics এ পাঠশালা খুলে বসলেন, Free বাবা পার করেগা, মুফৎখোরি ভোট লায়েগা।

কিন্তু যারা সৎভাবে ট্যাক্স দেন তাদের কি কোনও অধিকারই নেই রাজস্বের ওপর। তাঁরা করবেন ভাণ্ডার পূর্ণ, আর একজন বিজ্ঞাপন বিলাসে মুফতে উড়িয়ে দেবে? তাহলে Tax–Payers Charter এর অর্থ কি? Fundamental Rights যেমন আছে– Dutyও তো আছে। দেশের উন্নতি, সমাজের মঙ্গলে পূর্ণতার প্রকাশ হয় রিক্ততার নয়। মানুষের মঙ্গল কামনা হচ্ছে পূর্ণ মনের প্রার্থনা। 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে'– বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

Adult Franchise সংখ্যা তত্ত্বে একটা ভোটে জেতাও কিন্তু জেতা। জিৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলা সংগত নয়। কিন্তু জয়ের ডাইমেনশন নিয়ে আলোচনা কররা যেতেই পারে। বিজেপি নয়টা সিটে হেরেছে ১০০টার কম ভোটে। বাকি ২৭টা সিটে হেরেছে ১০০ থেকে হাজার ভোটে। এবার মোট ভোট পড়েছে ভোটার তালিকার ৬২.৫৯%, অর্থাৎ প্রায় ৩৭% ভোটার বুথ মুখোই হননি। এরা সকলেই লুটিয়েনস দিল্লির পশ এরিয়ার বাসিন্দা, পয়সাওলা লোক। ভোটের দিনটা তারা ছুটির দিন ভাবেন। ফার্ম হাউস, ক্লাব, রিসর্টে বিনোদনে দিন কাটানো সংগত ভেবেছেন। CAA 2019, NPR নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায় এতোটাই অকারণে আতঙ্কিত হয়েছেন যে শতকরা শতভাগ বুথে ভিড় জমিয়েছেন। প্রশংসার দাবি রাখে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ। তবে এর মধ্যে কয়টি বিজেপির ঝুলিতে পড়েছে তা অনুসন্ধান করার জন্য কানহাইয়া কুমারের মতো গবেষকের প্রয়োজন হবে। তবে একজন নভিসও অনুমান করতে পারবে কেন ৬৬ জন কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে ৬০ জনার জামানত জব্দ হয়েছে। কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে যারা সোনিয়া–রাহুল ডাইন্যাস্ট পদলেহনকারী তাদের সমর্থন গেছে আপের দিকে। কিন্তু একাংশ যাদের মধ্যে সামান্যতম জাতীয় চেতনা অবশিষ্ট আছে তারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। এজন্য বিজেপির ভোট ৩৩.৫% (২০১৫) থেকে ৩৯% এ বেড়ে গেছে। এবং NDA–এর ভোট ৪২%। অপরদিকে আপের ভোট ৫৩% (২০১৫) থেকে নেমে হয়েছে ৪৯.৮% (২০২০) এবং আসন সংখ্যা ৬৭ থেকে ৬২। তবে এটা পরিষ্কার যে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে ভারতবাসী বছরে ৭২০০০ টাকায় বিকিয়ে যায়নি। কিন্তু মাত্র চারটি Freebies (তাও ৩১–৩–২০ পর্যন্ত) এর লোভে দিলবালে দিল্লাইটস বিকিয়ে গেল। মুফৎখোরীর মাহাত্ম্য এমনই যে ভারতের সব থেকে ধারালো অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র পশ্চিমবঙ্গে ৯০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ফ্রি করে দিয়েছে। কিন্তু এই যে মুফৎখোরির প্রবণতা এটা অর্থনীতির ওপর কীরকম প্রভাব ফেলে? ভেনেজুয়েলা ল্যাটিন আমেরিকার পেট্রোলিয়ম সমৃদ্ধ দেশ। পড়লো কমিউনিজমের খপ্পরে। হুগো শ্যাচেজ ঘোষণা করতে থাকলো– Freebies বিদ্যুৎ ফ্রি, জল ফ্রি, স্বাস্থ্য, খাদ্য যাতায়াত ভ্রমণ সব ফ্রি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দর চরমে। আমদানিও গগনচুম্বী। ভেনেজুয়েলার মানুষ আমোদ হুল্লোড় সেক্স ট্যুরিজম বিউটি কনটেস্ট প্রভৃতি অপকর্ম এবং প্রমোদে ঢালিয়া দিল মন। ধারণা এইরকমই দিন যাবে এবে পান খেয়ে। বেশি কিছু দিন এইরকম চললো। মানুষ হারাতে লাগলো কর্মক্ষমতা, নেতৃত্ব পরিকল্পনা দিশা, রাজকোষে বিরাজ করতে লাগলেন মা ভবানী। অয়েল রিগগুলো বিদেশি নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। ওদিকে তেলব্যবহারকারী দেশগুলো সহজে Shell Oil উত্তোলন করার উপায় শিখে গেল। তার সঙ্গে সৌর এবং সমুদ্রবাত Alternative Source of Energyর ওপর গবেষণা আমদানীকারী দেশগুলির পেট্রোলিয়ম এর ওপর নির্ভরতা কমাতে থাকলো। যেমন ভারত এখন ৫৮% পেট্রো নির্ভর। আন্তর্জাতিক বাজার অশোধিত তেলের দর কমতেই থাকলো, কারণ ডিম্যান্ড কমে গেছে। বুদ্ধ ভট্টাচার্যের আমালে শ্যাচেজ কোনও একটা গ্রামে নিয়ে গিয়ে মাথায় কুমড়ো নিয়ে খুব নেত্য করেছিল। গণশক্তি মন্তব্য করেছিল– Down to Earth Comrade; এখন তার হাতে হ্যারিকেন। ভেনিজুয়েলা ভোগে গেছে। মুফৎখোরী মানুষকে অলস কর্ম বিমুখ করে তোলে। একালের বিশ্বসুন্দরীদের বর্তমান পেশা নিজেকে বিকোনো।

National Capital Region এ বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে আছে Descon নামে কোম্পানি। আপ সরকারের গত ছয় বছর বিদ্যুতের বিল মেটায় নি। সে কোম্পানি আজকে ধুঁকছে। এইরকম বহু নন পেমেন্ট অভিযোগ উঠছে। দিল্লির তিনটে মিউনিসিপ্যল কর্পোরেশনই বিজেপির দখলে। কেন্দ্র সরকার উন্নয়ন প্রোজেক্টে যে Allocation রাজ্য সরকারের মাধ্যমে পাঠায় তা D.M. Corporation কোষাগারে আসে না। একজন মাননীয় সদস্য সংসদে প্রশ্ন তুলেছেন মুখৎখোরীর উৎস সন্ধান করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মতো দিল্লিও Consumer State, Manufacturing নয়। এসব স্থানের মানুষ কেনারাম। জিএসটি রাজস্ব যা আদায় হয় রাজ্য পায় তার ৫০%; আগে Central Exise যুগে রাজ্য ৪২% কেন্দ্র ৫৮% (কংগ্রেসী জমানায় রাজ্য ৩২% কেন্দ্র ৬৮%)। Manufacturing Stateকে উৎপাদন পদ্ধতিতে চালু রাখতে হয়। খরচ বিলাসী, বিজ্ঞাপন সুখী হলে চলে না। পাশের রাজ্য হরিয়ানায় কৃষিতে এক ইউনিট বিদ্যুতের দশ পয়সা। দিল্লিতে ২ টাকা ৪৫ পয়সা; এই রেটে ২০০ ইউনিট ফ্রি পায় আপের ভোটাররা। আর যারা বিল মেটায় সকলরকম ট্যাক্স দেয় তারা ভোট দেয়না। আগে একটা দেশলাই বাকসো কিনলে CESS দিতে হতো। জিএসটি জমানায় বহু ভোগ্য পণ্যের ওপর কোনও ট্যাক্স নেই। কাজেই মুখৎখোরদের পোয়া বারো।

কিন্তু যারা সৎভাবে ট্যাক্স দেন তাদের কি কোনও অধিকারই নেই রাজস্বের ওপর। তাঁরা করবেন ভাণ্ডার পূর্ণ, আর একজন বিজ্ঞাপন বিলাসে মুফতে উড়িয়ে দেবে? তাহলে Tax–Payers Charter এর অর্থ কি? Fundamental Rights যেমন আছে– Dutyও তো আছে। দেশের উন্নতি, সমাজের মঙ্গলে পূর্ণতার প্রকাশ হয় রিক্ততার নয়। মানুষের মঙ্গল কামনা হচ্ছে পূর্ণ মনের প্রার্থনা। 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে'– বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

দুর্ঘটনায় মৃত দুই

অভীক মিত্র : রবিবার সকালে সিউড়ি রামকৃষ্ণ শিল্পবিদ্যাপীঠ কলেজের কাছে ষাট নং জাতীয় সড়কে তারাপীঠ থেকে পুজো দিয়ে ব্যারাকপুরগামী চারচাকা গাড়ির সঙ্গে খড়দহ থেকে তারাপীঠগামী চারচাকা গাড়ির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়। এক শিশুসহ জখম হয় তিনজন। মৃতরা হলো পিন্টু সরকার এবং সূর্য সেন।

গোপালনগরে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ মহম্মদবাজার ব্লকের গোপালনগর জঙ্গলের পাম্পঘরে রবিবার সন্ধ্যায় এক আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো তার প্রেমিক ও তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে। সোমবার ভোরে অচৈতন্য অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। নির্যাতিতার বাড়ি ঝাড়খন্ডের বাকখোলা গ্রামে। প্রেমিক নিজামুদ্দিন শেখ এবং তার দুই বন্ধু নীলমাধব মির্ধা ও মনিরুদ্দিন শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি সেকেড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের লপাড়া গ্রামে। অভিযুক্ত লখাই শেখ পলাতক। নির্যাতিতা স্বামী বিচ্ছিন্না এবং একটি ছেলে আছে। ফোনের মাধ্যমে আলাপ হয়েছিলো নিজামুদ্দিনের সঙ্গে। দেখা করার জন্য নিজামুদ্দিন ডাকলে নির্যাতিতা রবিবার বিকালে শেওড়াকুড়িতে বাসে নামলে নিজামুদ্দিনই তাকে মোটরবাইকে করে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। আদালতে মহিলার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। সোমবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃত তিনজনকে দশদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

ট্রেনে পাথর, ক্ষতিগ্রস্ত চোখ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে সিউড়ি ও কচুজোড় স্টেশনের মাঝে জীবধারপুরে সাঁইথিয়াগামী ইএমইউ ট্রেনে ছোড়া পাথর চোখে লেগে সাঁইথিয়া ছয় নং ওয়ার্ডের তাঁতশিল্পী মনোরঞ্জন বসাকের বাম চোখ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সিউড়ি,বর্ধমান হয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মেয়ের জন্য ছেলে দেখে দুবরাজপুর থেকে ফিরছিলো। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি।

কংগ্রেসের পথসভা ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বীরভূম জেলা কিষান কংগ্রেস ও রামপুরহাট বিধানসভা কংগ্রেসের ডাকে সোমবার পাঁচদফা দাবিতে রামপুরহাট মহকুমাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হলো। পাচঁদফা দাবিগুলি হলো – (১) আধার কার্ড সংশোধন,সংযোজন ও নতুন প্রতিটি অঞ্চলে ক্যাম্প করতে হবে (২) কৃষকের কৃষি ঋণ মকুব করতে হবে (৩) কৃষকের উৎপাদিত ফসল সরকারকে ন্যাযামূল্যে কিনতে হবে (৪) বিধবা ভাতা,বার্ধক্য ভাতা,অক্ষম ভাতা চারশো টাকা থেকে বাড়িয়ে দুহাজার টাকা করতে হবে (৫) প্রত্যেক জবকার্ডধারী ব্যাক্তিকে দুশত দিন কাজ দিতে হবে। প্রথমে পাঁচমাথা মোড়ে একটি পথসভা করে। বীরভূম জেলা কিষান কংগ্রেস কমিটি চেয়ারম্যান সৈয়দ কাসাফদ্দোজা,পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কিষান কংগ্রেস কমিটি সম্পাদক সৈয়দ সিরাজ আলি,রামপুরহাট শহয় কংগ্রেস ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি সভাপতি শাহাজাদা হোসেন (কিনু),বীরভূম জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি সহসভাপতি সানি সিনহা সহ কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

মাথা ফাটল মন্ডল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মাথা ফেটে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইলামবাজার 'বি' মন্ডল সভাপতি বিকাশ ঘোষ। বিকাশকে মারধর করে মাথা ফাটানোর অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন মন্ডল সভপাতি অভিজিৎ খাঁ–র অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এরফলে বীরভূম জেলায় বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল ফের একবার প্রকাশ্যে চলে এলো। অভিজিৎ খাঁ প্রাক্তন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়ের অনুগামী। বিকাশ ঘোষ বর্তমান জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডলের অনুগামী। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিজিৎ খাঁ।

ডেউচা ব্রিজে ফাটল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা নাগাদ ষাটনং জাতীয় সড়কের ডেউচা ব্রিজে পাঁচ থেকে ছয়ফুট ফাটল দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে ভারী যান চলাচল ব্রিজের উপর দিয়ে বন্ধ করে দেয়। শুরু হয় মেরামতির কাজ।

অবাধে চোলাই নামছে ঘাটে ঘাটে

প্রথম পাতার পর

গদাখালী এলাকাতেও এই ভাবেই চোলাই ঢুকছে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি বিষয়টি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলব। এই প্রসঙ্গে নোদাখালী এলাকার দায়িত্বে থাকা আবগারী দফতরের আধিকারিক উত্তম সরকারের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। বিষ্ণুপুরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক দীপায়ন সিনহা প্রতিবেদকের কাছ থেকে বিষয়টি জেনে বলেন, আমি উত্তমবাবুকে বিষয়টি জানিয়ে দিচ্ছি। প্রয়োজনে আমরা যৌথভাবে এ ব্যাপারে অভিযানে নামব।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই প্রসঙ্গে নোদাখালী থানা এলাকার দায়িত্বে থাকা আবগারি দফতরের আধিকারিক উত্তম সরকার ফোনে প্রতিবেদককে জানালেন, আমরা কয়েকদিন আগে নদী পথে চোলাই বিক্রির কথাটা জানতে পারি স্থানীয় থানার অফিসারদের নিয়ে ওই এলাকাতেও যাই। কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি। তবে আপনি যখন বলছেন বিষয়টি স্থানীয় থানাকে জানাচ্ছি এবং নদীপথে নজরদারী করতে বলবো।

প্রসঙ্গত, এই ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আবগারি দফতর এবং নোদাখালী থানা এলাকায় সচেতনতা মূলক প্রচার চালাক। চোলাইয়ের কু প্রভাব সম্পর্কে মাইকে প্রচার রা হোক, সেই সঙ্গে চোলাই কারবারী ও সরবরাহকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

Tender Notice

Diamond Harbour Sub. Correctional Home invites tender for hiring Ambulance for the period from 01/04/2020 to 31/03/2021. For details contact the undersigned at any day during office hour.

Sd/-
Superintendent
Diamond Harbour
Subsidiary Correctional Home

৫১৫/জেতসদ/২৪ পঃ (দঃ)/১৯.০২.২০

পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কে? জোর জল্পনা!

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্যর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বজবজ সুভাষ উদ্যান ময়দানে। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী।

জনসমাবেশে কানায় কানায় পরিপূর্ণ মাঠে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী বলেন, শ্রীমন্তর অকাল প্রয়ানে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আগামী একশ বছরেও তার মতো নেতা তৈরি হবে না। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, শ্রীমন্তর দুই মেয়ের পড়াশোনার যাবতীয় দায়িত্ব, পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা অনুদান এবং শ্রীমন্তর স্ত্রীকে একটি সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। সাংসদ বলেন, শ্রীমন্তর অবর্তমানে তিনিধ এখন থেকে বজবজের দায়িত্বে থাকবেন। পরবতী সময়ে দল কাউকে দায়িত্ব দেবে। তবে সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই শ্রীমন্তর অনুগামীরা বজবজ–১ নম্বর ব্লকের জননেতা প্রয়াত শ্রীমন্তর জায়গায় জননেত্রী হিসাবে তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা বৈদ্যকেই দেখতে চাইছেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এ ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। অন্যদিকে জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ কে হবেন, সেই বিষয় নিয়ে চলছে জোর চর্চা। আলিপুরে একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর আস্থাভাজন কেউ এই পদে বসতে পারেন। ফলতা কিংবা বজবজ–২ নম্বর জেলা পরিষদের নির্বাচিত কোনো সদস্য এই পদে আসতে পারেন। তবে অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে জেলার এক বিধায়কও ওই পদে বসতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত আইন কি বলছে, সেই নিয়েও জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তবে যেই পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ হোন তাকে অবশ্যই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর আস্থাভাজন হতে হবেই এমনই সূত্রের খবর।

দেরিতে ট্রেন যাত্রী দুর্ভোগ

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে দক্ষিণ–পূর্ব রেলের আমতা শাখায় হাওড়া–আমতা প্রতিদিন ১০ জোড়া ট্রেন, ২ জোড়া সাঁতরাগাছি–আমতা আপ ও ডাউন লোকাল ট্রেন চলাচল করে। হাওড়া–আমতা শাখার যাত্রীসাধারণের অভিযোগ নিত্যযাত্রীরা হাওড়া–আমতা ট্রেনের উপর নির্ভরশীল হয়ে শহরে কাজে যান। হাওড়া থেকে আমরার দূরত্ব ৫২ কিমি ট্রেন অতিক্রম করতে সময় নেয় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট থেকে পৌনে দু'ঘন্টা। হাওড়া থেকে আমতা পর্যন্ত মাত্র কুড়িটি স্টেশন। আর এই কুড়িটি স্টেশন পৌঁছতে সময় লাগছে এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট থেকে পৌনে দু ঘন্টা। যে কারণে যাত্রীদের ভোগান্তির অন্ত নেই। অবশ্য হাওড়া আমতা যাত্রী অ্যাসোসিয়েশন আছে। বাস্তবে তার অস্তিত্ব নাম কা ওয়াস্তে। হল্ট স্টেশন গুলিতে মাইকে ঘোষণা নেই, একটি বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে যাওয়ায় টাইম টেবিল থেকে ট্রেন থাকলেও পৌঁছবার কোনও টাইম নেই। ডোমজুড় স্টেশনে ট্রেনের ক্রশিং তারপর ২০ মিনিট থেকে আধ ঘন্টা মধ্যে বসে থাকতে বাধ্য হন যাত্রীরা। যতদিন যাচ্ছে একের পর এক ভোগান্তি বেড়ে চলেছে। হাবড়া–আমতা শাখায় আমলা, মাজু, মুক্তিরহাট, পাতিহল্ট, বড়গাছিয়া, ডোমজুড় রোড, সাজন বেগনা, সাঁতরাগাছি, দাশনগর স্টেশন গুলিতে যাত্রীর সংখ্যা বেশি।

আতা বাগনান যুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও সেটি এখন ঠান্ডা ঘরে হাওয়া খাচ্ছে।

অপরদিকে জেলা কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা যায় সাঁতরাগাছি ও আন্দুল স্টেশন থেকে পূর্ব অংশ দিয়ে যাতায়াত করা মালগাড়ি পাশ করলে সিগন্যাল পেতে দেরি হয়। এছাড়াও বালটিকুড়ি ও আন্দুলের সঙ্গে রেলের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি বালটিকুড়ি ও ডোমজুড় স্টেশনের মাঝে ক্রসিং নেই, তাই সমস্যা হচ্ছে। সাঁতরাগাছি স্টেশনে রেলের টার্মিনাসের কাজ শেষ পর্যায়ে। সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ট্রেন চলার সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে। সেকালের 'ধন্যি মেয়ে' খ্যাত পরিচালকের ছবিতে স্থান পাওয়া মার্টিন ট্রেন এখন ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে সিঙ্গেল লাইন হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। একপ্রকার বাধ্য হয়েই যাত্রীরা ট্রেনের লেট অভ্যাস করে নিয়েছে।

সমস্যা মিটছে না 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ডের

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনো নার্সিংহোম না যেন ভাবে যে তারা দয়া করছে, কারন রাজ্য সরকার ৭ কোটি মানুষের জন্য বছরে ১২০০ কোটি টাকা বিমা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রতিক্ষণগুলিকে মানবিক হওয়ার জন্য আবেদন করেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব বিবেককুমার সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন প্রায় চার হাজার অভিযোগ 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পে জমা পড়েছিল। সেই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখেই মুখ্যমন্ত্রী এই কড়া পদক্ষেপ নিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে রাজ্যের মানুষ অত্যন্ত খুশি। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বাস্থ্যসাথী মান্যতা প্রাপ্ত এক নার্সিংহোমের মালিক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। কিন্তু আমাদের রোগী ভর্তি করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বেড বরাদ্দ থাকে। যদি সব বেডেই রোগী থাকে, তখন রোগী ফিরিয়ে দিতে হয়। এই ব্যাপারটাও স্বাস্থ্য দফতরকে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

পুঞ্জীভূত ক্ষোভই ভরসা বামেদের

প্রথম পাতার পর

এখানে নেই কোনও সরকারি হাসপাতাল। উন্নত বাজার ও বিভিন্ন দিকের বাস যোগাযোগ কার্যত নেই। কলেজ, শিল্প কারখানা কিংবা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অভাব। শহরের কোণায় কোণায় এখনও নিকাশি ব্যবস্থা ও রাস্তা বেহাল। ড্রেনের নোংরা জল গিয়ে মেশে বিভিন্ন পুকুর ও জলাজমিতে। পুরসভার ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড না থাকায় রাস্তার পাশেই আবর্জনা ফেলে রাখা হয়। এলাকাবাসীর বাড়ির সেফটিক ট্যাংক সাফাইয়ের জন্য কেনা অত্যাধুনিক যন্ত্রযান অর্থাৎ সেসপুল ভেহিকল দীর্ঘদিন ধরে অকেজো থাকায় সমস্যায় নাগরিকরা। দীর্ঘদিনের পুরনো পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাতেও প্রায়শই গলদ দেখা দেয়। রাজ্য সরকারের মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে প্রাপ্ত আবর্জনা পরিবহনের জন্য অত্যাধুনিক ডাম্পার পুর পরিষেবার কাজের পরিবর্তে বেসরকারি সংস্থায় ভাড়া খাটছে। তবে, অনুন্নয়নের মধ্যেই শহর সহ পুরভবনকে সাজানোর একটা আড়ম্বর বেশ চোখে পড়বে। সিপিএমের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর শিশির মণ্ডলের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ড শহরের বিভিন্ন রাস্তায় লক্ষ লক্ষ টাকায় গড়ে তুলেছে একাধিক তোরণ। পূতিগন্ধময় জলের পুকুরপাড়ে বহু লক্ষ টাকায় তৈরি হয়েছে অসংখ্য ফোয়ারা সহ উদ্যান। পুরভবনকে নীল–সাদা রংয়ে ঝাঁ চকচকে করে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি কেনা হয়েছে অসংখ্য সোফা ও এসি মেশিন, পুর চেয়ারম্যানের এদিক–সেদিক যাওয়ার জন্য বহু লক্ষ মূল্যের বিলাসবহুল গাড়ি, কাউন্সিলরদের জন্য দামি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট প্রভৃতি।

এসব দেখেশুনে শহরবাসীর একটা বিরাট অংশ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন। তাঁদের অভিযোগ, জনগণের করের টাকায় তৃণমূলী পুরবোর্ড মোচ্ছব ও স্বজনপোষণে মত্ত। শহরের প্রকৃত কোনও উন্নয়ন নেই। অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরদের নানাভাবে উন্নয়ন ঘটছে। তাঁদের সন্তান সহ নিকট আত্মীয় পরিজনদের পুরসভায় চাকরি হচ্ছে। হাউজ ফর অল প্রকল্পে অসংখ্য সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। এমনকি এই প্রকল্পে বহু মানুষের এখনও একাধিক কিস্তির টাকা মেলেনি। বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সম্প্রতি সিপিএমের পক্ষ থেকে দাঁইহাট পুর চেয়ারম্যানের উদ্দেশে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। সেদিন বিদ্যুতবরণ ভক্ত সহ সিপিএমের তিনজন কাউন্সিলর দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ওই কর্মসূচিতে সরব হন।

সিপিএম নেতা এবং দাঁইহাট পুরসভার কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিদ্যুতবরণ ভক্ত বলেন, ২০১৫ সালে সিপিএম ৯ টি ওয়ার্ডের মানুষের রায় নিয়ে পুরবোর্ড গঠন করেছিল। কিন্তু, আড়াই বছরের মাথায় গণতন্ত্র ধ্বংস করে তৃণমূল কংগ্রেস জবরদস্তি এই পুরবোর্ডের দখল নেয়। পুলিশ–প্রশাসনকে ব্যবহার করে আমাদের কাউন্সিলরদের ভয় দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এভাবে পুরবোর্ডের দখল নেওয়ায় সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। তার ওপর শাসকদলের পুরবোর্ডের গাজোয়ারি মনোভাব, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, জনগণের করের টাকার অপব্যয়, প্রকৃত উন্নয়ন না হওয়ায় মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। তাঁরা এবারের পুরভোটে সেই ক্ষোভ উগরে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমরা মানুষকে সম্মান জানাই। এই মানুষকে সঙ্গে নিয়েই আমরা যেকোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে ফের রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত। আমরা নিশ্চিত, এবারও বিপুল সংখ্যক মানুষের রায় নিয়ে সিপিএম ফের দাঁইহাটের পুরবোর্ড গঠন করবে।

এদিকে, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের এনআরসি, সিএএ বিরোধিতায় আয়োজিত একাধিক সভায় পুর চেয়ারম্যান শিশির মণ্ডল তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই এলাকার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে দাঁইহাটে কলেজ, থানা, মার্কেট, নতুন জলপ্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে তিনি আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে মানুষকে পাশে থাকার আহ্বান জানান। দাঁইহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রণজিত সাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় মানুষের জন্য সর্বত্র কাজ করে চলেছেন। দাঁইহাটবাসীও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সুফল পেয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, মানুষ এবারেও পুরভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থেকে বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দেবেন।

Office of the District Magistrate & Collector, Alipore Kolkata
Memo No : 3/KMC/PP Cell/20 Dated, 18.02.2020
NOTICE INVITING E-TENDER NO: 2
Name of Work : MANPOWER MANAGEMENT OF PP CELL DATA & PRINTING OF POLLING PERSONNEL APPOINTMENT LETTER IN CONNECTION WITH KMC ELECTION 2020

SEHEDULE OF IMPORTANT DATES OF BIDS

PARTICULAR	DATE & TIME
Date of Publication of EOI.	19-02-2020
EOI start date	19-02-2020
EOI end date & time	26-02-2020
Last date & time of offline submission of Technical Bid and Financial Bid.	26-02-2020 03.00 PM
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (PP Cell).	26-02-2020 04.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (PP Cell)	26-02-2020 05.00 pm

For details please refer to the following website : s24pgs.gov.in

Sd/-
Additional District Magistrate (L.A)
South 24 Pgs

৫৩৭/জেতসদ/২৪ পঃ (দঃ)/২০/০২/২০

সুন্দরবনে আজও চোখের জলে বয়ে চলে সহমরণের স্রোত

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিংঃ একদা বাসন্তীতে ঘটেছিল সহমরণ। যা বিরলতম ঘটনা। ৩৯ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এলাকার মানুষজন ভুলে যায়নি সেই বিরল স্মৃতি। রবিবার সেই ঘটনাকে সাক্ষী রেখে ৩৯ তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করলেন বাসন্তীর শিবগঞ্জের শিক্ষানুরাগী তথা সমাজসেবী অমল নায়েক। উপস্থিত হলেন এলাকার হাজার হাজার পুরুষ মহিলা। চোখের জল ফেলে সমাধির উপর

শ্রদ্ধা জানালেন একদা বাসন্তী ব্লকের নারী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ণের লড়াকু নেতা ধনঞ্জয় নায়েক ও তাঁর স্ত্রী চম্পাবতী নায়েকের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া বাসন্তী ব্লকে নারী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে জোয়ার আনতে লড়াই চালিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বাসন্তীর শিবগঞ্জের ধনঞ্জয় নায়েক। সালটা ১৯৮১। রাজ্যে তখন বামফ্রন্ট সরকারের কথাই শেষ কথা। শরিক দল হলেও আরএসপি তেমন কোনও প্রভাব খাটাতে পারতো না। সেই আরএসপি দলের ছত্রছায়ায় এসে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ব্লকে নারী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ণে ঝাঁপিয়ে পড়েন ধনঞ্জয়। অল্পকিছু দিনের মধ্যে শিক্ষা–সংস্কৃতির উন্নয়নের বাতাবরণ দেখে প্রমাদ গোনে শাসক বামফ্রন্ট। অতএব নিজের শরিক দল আরএসপির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিপিএম।১৯৮১ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে বাসন্তীর শিবগঞ্জে বাড়িতে ধনঞ্জয় নায়েকের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা এনআরএস হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসায় সাড়া না দিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি মারা যান। আর এই খবর পাওয়া মাত্র তাঁর স্ত্রী চম্পাবতী ও দেহত্যাগ করেন। প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের শ্মশানে একসাথে জ্বলে ওঠে প্রতিবাদী স্বামী–স্ত্রীর চিতা। যা সুন্দরবন সহ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে এক বিরলতম ঘটনা। তবে সেই দুষ্কৃতী হামলা বাসন্তীতে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সহমরণ চিতায় হাত দিয়ে শপথ নিয়ে নারীশিক্ষা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপর জোর দেন ধনঞ্জয়–চম্পাবতীর ভাইপো অমল নায়েক।সকল বাধা বিপত্তি কে অতিক্রম করে আজও তিনি অবিচল তার জেঠুর দেখানো পথেই। বাসন্তী ব্লকে বিপ্লব এনেছেন নারী শিক্ষা থেকে নারী উন্নয়নে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা

প্রথম পাতার পর

ফলে শ্বাসকষ্ট জনিত রোগীদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সামনেই গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল। বিগত কয়েক বছর ধরেই এই জেলা ডেঙ্গুর প্রকোপের শিকার। ফলে এখন থেকেই গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকার বাসিন্দাদের কপালে স্বাস্থ্য পরিষেবা ঘিরে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে।

এ প্রসঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. তপন কুমার সাহা বলেন, 'আজ থেকে বছর দশেক আগে স্বাস্থ্য পরিষবার যে হাল ছিল, বর্তমানে তা অনেক উন্নত। আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি সাধনে। এক্ষেত্রে কোনও প্রশাসনিক উদাসীনতা নেই। তবে কখনও কখনও সমস্যার সৃষ্টি হয়। আগে থেকে সমস্যাগুলিকে নির্দিষ্টকরণ সম্ভব নয়। কারণ এইসব সমস্যা উদ্ভুত পরিস্থিতিতেই তৈরি হয়। যেমন ধরুন ওষুধ পাঠাতে গিয়ে দেখা গেল গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে। ওই দিন ওষুধ পাঠানো গেল না। কিম্বা কোনও বিশেষ চিকিৎসক হঠাৎ কোনও বিশেষ সমস্যায় অনুপস্থিত হলেন। এরকম। তবে আমি নিজে সমস্ত প্রান্তিক হাসপাতালগুলো ঘুরি। বর্তমানে কোথাও ওষুধের সমস্যা নেই, এটা বলতে পারি।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের কার্য্যালয়
ফলতা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
গ্রাম ও পো ঃ সহরারহাট, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন : ৭৪৩৫০৪১

পত্রাঙ্ক : ৩৯/ফলতা/আই.সি.ডি.এস. তারিখ : ১৭/০২/২০২০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ফলতা ও অতিরিক্ত ফলতা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা পদে শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য যোগ্য মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। সম্ভাব্য শূন্যপদের বিবরন:

পদ : অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী : সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা : ১৬

সম্ভাব্য শূন্য পদের সংরক্ষণ বিন্যাস	সাধারণ	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি	ও.বি.সি. –এ	ও.বি.সি. –বি	শারিরীক প্রতিবন্ধী	মোট
	৭	৪	১	২	১	১	১৬

নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : ০১.০২.২০২০ তারিখে সকল প্রার্থীকে সরকার অনুমোদিত বোর্ড থেকে ন্যূনতম মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বয়স : ০১.০২.২০২০ তারিখে ১৮ বছর থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদে আবেদনকারিনী সবপ্রার্থীকে ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির বাসিন্দা হতে হবে।

পদ : অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা : সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা : ২৬

	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	সাধারণ	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি	ও.বি.সি. –এ	ও.বি.সি. –বি	শারিরীক প্রতিবন্ধী	মোট
১	মল্লিকপুর	০	১	০	০	০	০	১
২	ফলতা	২	০	০	০	০	০	২
৩	বেলসিংহ–১	১	০	১	০	০	০	২
৪	বেলসিংহ–২	০	০	০	১	০	০	১
৫	গোপালপুর	২	২	০	০	১	০	৫
৬	নপুকুরিয়া	৩	১	০	১	০	১	৬
৭	দেবীপুর	০	১	০	০	১	০	২
৮	হরিনডাঙা–১	১	০	০	০	০	০	১
৯	হরিন ডাঙা–২	১	০	০	০	০	০	১
১০	ফতেপুর	২	০	০	০	০	০	২
১১	বঙ্গনগর–১	০	০	১	০	০	০	১
১২	বঙ্গনগর–২	১	০	০	০	০	০	১
১৩	চালুয়ারী	০	০	০	১	০	০	১
মোট		১৩	৫	২	৩	২	১	২৬

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : ০১.০২.২০২০ তারিখে সকল প্রার্থীকে স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে নূন্যতম অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ন হতে হবে। বয়স : ০১.০২.২০২০ তারিখে ১৮ বছর থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদে আবেদনকারিনী সব প্রার্থীকে ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হতে হবে।

আবেদন পত্রের নমুনা ও অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীক, ফলতা/সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারীক, ফলতা/ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ কররা হচ্ছে। যথাযথ ভাবে পূরণ করা অবেদন পত্র ১৮/০২/২০২০ থেকে ১৩/০৩/২০২০ পর্যন্ত কাজের দিন বেলা ১২:০০ টা থেকে ৩:০০টা পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে জমা দেওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীক
ফলতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা

৪৭৮/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১৭.০২.২০

মহানগরে

ফের মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী কমল, বাড়ল ছাত্রীর সংখ্যা

বরুণ মণ্ডল : চলতি ২০২০–র মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০,১৫,৮৮৮ জন। যা গতবারের তুলনায় ৩৩,৬২৮ জন কম। এবার মোট পরীক্ষার্থীর ৫৬.৭০ শতাংশ ছাত্রী। এবার মোট ছাত্রী সংখ্যা ৫,৭৬,০০৯ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ৪,৩৯,৮৭৯ জন। সরকারের বক্তব্য, বাংলায় স্কুল ছুটের সংখ্যা লক্ষ্যণীয় ভাবে কমেছে। বিশেষত ছাত্রীদের মধ্যে। এবার

বর্ষ	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পরীক্ষার্থী হ্রাস	পাসের হার	ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী পরিক্ষার্থী বেশি–
২০১৫	১০,৩৬,৭৪৮	৪,৭০৬	৮২.৬৬	৬৬,৭৪১
২০১৬	১১,৫৪,৩৯৯	–	৮২,৭৪	১,০৯,০২৯
২০১৭	১০,৭১,৯১৫	৭১,৪৫৭	৮৫,৬৫	১,১৯,৯১৭
২০১৮	১১,৩১,৯০২	–	৮৫.৪৯	১,৪০,২৭২
২০১৯	১০,৬৫,২৫৬	১৮,১৩২	৮৬.০৭	১,৪১,৭১০
২০২০	১০,১৫,৮৮৮	৩৩,৬২৫	–	১,৩৬,১৩০

কলকাতা পুর এলাকায় মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ১২৮টি এবং রাজ্যের মোট পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ২৮৩৯টি। যা গত বারের থেকে চারটি বেশি। উত্তর কলকাতার টালা সেতুর দু'পাড়ে মোট পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে ১৭টি। আর মাঝের হাটের দু'পাড়ে রয়েছে পাঁচটি। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা আশুতোষ মুখার্জী রোডস্থিত 'ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস হাই স্কুল', বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থিত 'সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল' ও 'কসবা বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)' পরীক্ষাকেন্দ্র তিনটি পরিদর্শনে আসেন।

অন্যদিকে, ২০২০–র হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিলের এবারের বোর্ড পরীক্ষা শেষ হল ২২ ফেব্রুয়ারি। শুরু হয় গত ১০ ফেব্রুয়ারি। মাদ্রাসা বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৮ হাজার। রাজ্য জুড়ে মোট পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে ১৭৫টি। কর্মশিক্ষা ও শারীর শিক্ষার পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ১২ মার্চ।

ইগনুর ৩৩–তম সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইগনুর)৩৩–তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সোমবার ১৭ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং একইসঙ্গে দূর সঞ্চারের মাধ্যমে সারা দেশে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক' নতুন দিল্লিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং সমাবর্তন ভাষণ দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি জ্ঞানদর্শন, জ্ঞানবানী ও জ্ঞানধারার মতন দূর সঞ্চার মাধ্যমে সারাদেশে সম্প্রচারিত হয়।

কলকাতার আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি বিধাননগরের পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভারতীয়ম কালচারাল মাল্টিপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্মানীয় অতিথি হিসাবে সমাবর্তন ভাষণ দেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুবীরেশ ভট্টাচার্য। কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক অধিকর্তা ডাঃ শিবা কুমার জি. এন. আঞ্চলিক কেন্দ্রের উন্নয়ন রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি দূর শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ প্রদান করার ব্যাপারে কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান যে ইগনু স্নাতক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম (সি বি সি এস) চালু করেছে। এছাড়া ইগনুর প্রয়োজন ভিত্তিক বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির পাঠক্রম রয়েছে, যাতে চাকরির সুবর্ণ সুযোগ আছে। ৩৩–তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে ৮৩৪৩ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আঞ্চলিক অধিকর্তা সকলকে আরও জানান যে ৩৩–তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রর দুই শিক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কা মন্ডল এবং সোমনাথ পান্ডে যথাক্রমে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট (পি জি ডি আই এম) ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জেরিয়াটিক মেডিসিন (পি জি ডি জি) পাঠ্যক্রমে সারাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক এবং মানপত্র পেয়েছেন।

অমর ২১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ময়দানের কাছে ভাষা শহিদ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ তথা পুর অধ্যক্ষা মালা রায়, রাজসভার সাংসদ তথা চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী, পুরসভার এমএমআইসি দেবাশিস কুমার ও রাজ্যসভার সাংসদ ডাক্তার শান্তনু সেন। এছাড়াও এদিন সন্ধ্যাবেলায় দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা শহিদ স্মারকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গরা। সকলেই ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞ্যাপন করেন। এছাড়া গানে কথায় শ্রদ্ধাজ্ঞ্যাপন করা হয় ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে। সকালে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন কার্যালয় থেকে উপহাইকমিশনার সহ শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল।

মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কর্মসূচির পাঁচ বছর পূর্ণ হল গত ১৯ ফেব্রুয়ারি। সারা দেশের কৃষি জমিগুলির মাটির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য এই কর্মসূচি ২০১৫–র এদিন থেকে সূচনা হয়েছিল। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল, দেশের কৃষকদের প্রতি দু'বছর অন্তর 'মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কার্ড' দেওয়া, যাতে ওই কার্ডের ভিত্তিতে জমিতে পুষ্টির অভাব পূরণের সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারা যায়। কৃষকরা তাদের কৃষি জমির স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি এই কার্ডে জমির উর্বরতা বাড়াতে এবং সেই মাটির স্বাস্থ্য ভালো করতে, উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টি জোগানোর পরামর্শ থাকে। 'সয়েল হেলথ কার্ড' দিবস ১৯ ফেব্রুয়ারি পালিত হল। রাজস্থান রাজ্যের উত্তরপ্রান্তস্থিত সুরতগড়ে এদিনেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সয়েল হেলথ কার্ড' বা 'মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্ড' চালু করেন।এই কর্মসূচির মাধ্যমে অধিক ফসলের মাধ্যমে কৃষকদের অতিরিক্ত আয় সুনিশ্চিত করা। 'সয়েল হেল্থ কার্ড' কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের এখন পর্যন্ত ৪০ লক্ষ ৬৭ হাজার কার্ড কৃষক পরিবারকে বিতরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির দায়িত্ব প্রাপ্ত কৃষি দফতরের আধিকারিক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী

মাসের মধ্যে আরও ৮ লক্ষ কৃষক পরিবারকে এই কার্ড দেওয়া হবে। জমির থেকে মাটি সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেই মাটির তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরে সেই মাটি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই মাটিতে কোন ফসলের জন্য কী ধরনের খাদ্য উপাদান প্রয়োজন। এবং সেই খাদ্য উপাদান কোন সারের মাধ্যমে দিতে হবে। সেটি জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং অন্যদিকে সঠিক পরিমাণে ও সুষম উপাদানে সার দেওয়ার জন্য তাদের ফসলের উপাদানও সুস্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।

ভারত সেবাশ্রম উপহার পেল তোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১২৫তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে

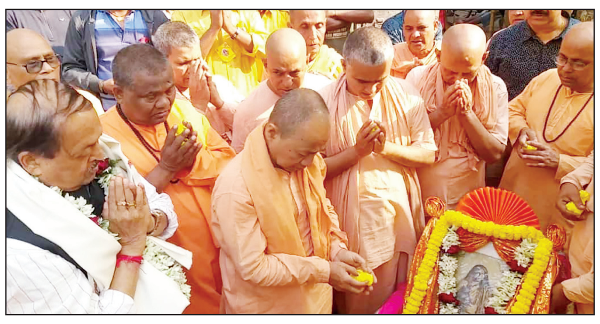

সংঘের আমন্ত্রণে ২০ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকেই ভেবেছিলেন যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে রামকৃষ্ণ মিশনের মঞ্চ থেকে সরাসরি এনআরসি এবং সিএএ–র সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলেন তেমনই ভারত সেবাশ্রমের মঞ্চকে কাজে লাগাবেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু তিনি সেই ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছেন সরাসরি কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেননি। সেখানে তিনি বলেন, হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব তা সার্বজনীন, তবে এই প্রসঙ্গে নাম না করে বিজেপিকে এক হাত নেন তিনি। ব' কলমে এনআরসি এবং সিএএ–রও বিরোধিতা করেন।

এছাড়াও তিনি বলেন, 'কেউ কেউ বলে আমি মুসলমানদের তোষণ করি। কিন্তু আমি মানবতার তোষণ করি, মানবতা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলকে নিয়ে।' এরপরই ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা নাগাদ বালিগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সংঘের সামনের রাস্তায় এক তোরণের শিলান্যাস করেন রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সংঘের প্রধান সম্পাদক বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ তথা দিলীপ মহারাজ জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বালিগঞ্জের রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের শেষ প্রান্তে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের তোরণ হবে যা রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়ে করে দিচ্ছে। গত কাল এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং আজকে সকালে যেহেতু শিবরাত্রির তিথি সেই শুভ তিথিতে মাননীয় মন্ত্রী এই তোরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এখানেই যুগাচার্য তার জীবনের দশটি বছর কাটিয়েছেন এবং বহু কাজ করেছেন। এবং বালিগঞ্জই হল মূল কেন্দ্র। এই মাসেই কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং আশা করা যায় এক বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হবে পুরোটাই রাজ্য সরকারের দায়িত্বে।' ভারত সেবা আশ্রমে এই উল্লেখযোগ্য বছরে এমন তোরণ উপহার পেয়ে আশ্রমের সকল সন্ন্যাসী ও ভক্তরা আনন্দিত। তবে অনেকেই এতে রাজনৈতিক অভিসন্ধি খুঁজে পাচ্ছেন। কারণ শিয়রে দুটি ভোট উপস্থিত হয়েছে।

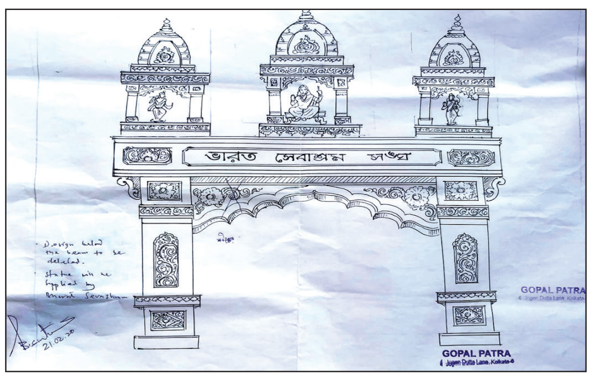

প্রস্তাবিত তোরণের স্কেচ

ভারত সেবাশ্রম সংঘে বিগত কয়েকদিন ধরে সেবারত্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন সমাজসেবী এবং গুণীজনেদের। এদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য লেখক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি, কর্পোরেশনের এমএমআইসি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন। ছবিতে শ্যামলবাবুর হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন সুরাটের মহারাজ।

বিড়লা কারিগরি এবং প্রযুক্তি সংগ্রহশালায় দুর্লভ শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

পিআইবি: বিড়লা কারিগরি এবং প্রযুক্তি সংগ্রহশালা (বিআইটিএম)তে আজ থেকে শুরু হয়েছে এক দুর্লভ শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। ১৯৩২ সালের এপ্রিলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা 'আমি যখন বাবার মতো হবো' এবং 'তবু মনে রেখো' গানটি জর্জ ন্যুম্যান জিএমবিএইচ ডিস্কে রেকর্ডিং যন্ত্রে রেকর্ড করেছিলেন। সেই গানের রেকর্ডিং এবং যন্ত্রটি স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এছাড়াও ১৬ এমএম মুভি প্রজেক্টর, টেলিফোন ম্যাগনেটো, রোটারি ডুপ্লিকেটিং মেশিন, মেকানিকাল ক্যালকুলেটর, ওয়াল টাইপ টেলিফোন উইথ রিসিভার, বেল'স ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক টেলিফোন–এর মতো ১৫টি দুর্লভ শিল্পকর্ম রয়েছে প্রদর্শনীতে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সচিব এবং কিউরেটর ডঃ জয়ন্ত সেনগুপ্ত, প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও শ্রী জহর সরকার, বিআইটিএম অধিকর্তা শ্রী ভি এস রামচন্দ্রন, কলকাতায় রাশিয়ার উপ–বাণিজ্যদূত মিঃ ভি ডেমেনেতিয়েভ যৌথভাবে আজ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ জয়ন্ত সেনগুপ্ত বলেন, বিজ্ঞান–প্রযুক্তি এবং মানব সভ্যতার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে এই ধরণের দুর্লভ শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন। প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও শ্রী জহর সরকার দুর্লভ শিল্পকর্মগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হত তা এই প্রদর্শনীতে ভিডিও ডিসপ্লের মাধ্যমে তুলে ধরার আহ্বান জানান। শ্রী ভি এস রামচন্দ্রন বলেন, আগামী দিনে এই ধরনের দুর্লভ শিল্পকর্ম স্থায়ীভাবে বিআইটিএম–এ প্রদর্শিত করা যায় কি না তা নিয়ে ভাবনা–চিন্তা করা হচ্ছে।

৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সকলের জন্য এই প্রদর্শনী খোলা থাকবে।

ট্রেনে করে বজবজ থেকে শিয়ালদহে স্বামী বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব জয় করে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ পুরাতন রেল স্টেশন থেকে শিয়ালদহ অভিমুখে রওনা দেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য প্রথমে অনেকের কাছেই অজানা ছিল। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর গত ৩৪ বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেকানন্দ স্মরণ অনুষ্ঠান করে আসছে। এ বছরও গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এই স্মরণ অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, পদ্মশ্রী জনাব কাজী মাসুম আখতার, প্রাক্তন শেরিফ ডাঃ স্বপন কুমার ঘোষ প্রমুখ। ১২টা ৫০ মিনিটে বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেনে বিবেকানন্দের মূর্তি নিয়ে শিয়ালদহ অভিমুখে রওনা হন আলমবাজার মঠের সন্ন্যাসীরা। সেখানে ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে উপস্থিত ছিলেন।

আর্টভার্সের চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্ট ভার্সের পক্ষ থেকে গ্যালারি গোল্ডে ১৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি আঁকা ছবি, ভাস্কর্য ও স্থিরচিত্র নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। অংশগ্রহণ করেছিলেন ৩২ জন শিল্পী। শুভংকর সিংহ আয়োজিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বনামধন্য চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর এবং স্বনামধন্য লেখক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি। এছাড়াও এই তিন দিন ধরে প্রদর্শনী দেখতে উপস্থিত ছিলেন স্বনাম ধন্য চিত্রকর যোগেন চৌধুরী, চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ এবং চিত্র পরিচালক লীনা গাঙ্গুলি। সকলেই প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ এবং যে সব শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে অংশ করেছে তারা কেউই তেমনভাবে কোনও এই

অরুণ লোধ

সংক্রান্ত প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নন। প্রতীক মজুমদারের তোলা ছবিগুলি দর্শকদের মন কাড়ে। সৌমিতা সাহার চারকোল এবং পেনসিল ব্যবহৃত কাজগুলিও প্রশংসিত হয় সকলের কাছে। সৌমেন কুমার গিরির স্থির চিত্রের মুহূর্তও প্রশংসার যোগ্য। ময়ূখ চক্রবর্তীর যে ভাবনার ছবিগুলি করেছেন এ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এছাড়াও অভিষেক দত্ত, শৈবাল চক্রবর্তী, সুমিতা মণ্ডল, আয়ুষমান সেন, সুভম মাথুর, শৌনক বিশ্বাস, উর্মি মণ্ডল, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের আঁকাও চোখে পড়েছে। সৌম্যদীপ দে, আদিত্য কর্মকার, ঋজু নাগ, শৌভিক সরকার দের স্থির চিত্র প্রশংসা কুড়িয়েছে সকলের। স্বরাজ পালের ভাস্কর্যে অভিনবত্ব ছিল। নয়না বাবুরাওয়ের সূক্ষ্ম কাজ কুর্নিশ কুড়িয়েছে সকলের। সঙ্গীতা দাস, সুদীপ সুর, সুজন মল্লিক, স্বাগতা মণ্ডল, পাপিয়া চক্রবর্তী, সর্বানী দেবনাথ, প্রশান্ত সরকার, সুমন দাস, সৌগত পাত্র, শোভন হালদার অলি মিশ্রা, দিশারী গাঙ্গুলি, শায়ন গোস্বামী, জয়তী সাউয়ের আকা ছবিগুলিও সর্বপরি ভালোই। যদিও কিছু কিছু জায়গায় আর একটু ভালো হতে পারতো। শিভাঙ্গী পসারির যে ভাস্কর্যের মধ্যে এক অভিনবত্বের ছোঁয়া ছিল। এমন শিল্পীদের তুলে এনে প্রদর্শনীর আরও প্রয়োজন আছে।

অনাথবন্ধু বালি জিৎ ফ্যানস

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনের ইচ্ছা থাকলে সব কিছুই করা সম্ভব। হাওড়ার বালির অভিনেতা জিৎ ফ্যানস ক্লাবের কর্মকাণ্ড নজর কেড়েছে সকলের। ঘোড়ামারা শিশু আনন্দ আশ্রমের ৩০ জন বাচ্চাদের তারা নিয়ে আসে এবং একটি দিন কাটায় তাদের সাথে। এই সব খুদেদের হাতে স্কুল ব্যাগ, খাতা, পেন, পেনসিল ছাড়াও জল খাবার তুলে দেওয়া হয় এরপর তাদের নিয়ে মনোরঞ্জন মূলক অনুষ্ঠান কেক কাটা তো ছিলই। দুপুরের খাওয়াও সকলের সাথে বসে খায় ওই সব শিশুরা। জিৎ ফ্যানস ক্লাবের সকল সদস্যদের সাথে ও শিশুদের সাথে দিন কাটাতে উপস্থিত ছিলেন বালি থানার আইসি রেজাউল কবীর। প্রত্যেক বছরই তারা এদের নিয়ে কাটাতে চায়। গত তিন বছর ধরে তারা এমন কর্মকাণ্ড করে আসছে। একথা জানান সংস্থার সদস্য সত্যরাম।

রক্তের অসুখের সাথে লড়তে 'হেমাঞ্জলি'

উৎপল কুমার রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : হেমাটোলজি হল রক্ত সম্পর্কিত যাবতীয় রোগ এবং তার চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়। এর মধ্যে মূলত দুধরনের রোগ রয়েছে– হেমাটোঅঙ্কলজি। যা রক্তের ক্যান্সার জাতীয় রোগ, যথা, লিউকোমিয়া, লিম্ফোমা, মায়েলোমা ইত্যাদি এবং বিনাইন হেমাটোলজি অর্থাৎ রক্তের ক্যান্সার ছাড়া অন্যান্য অসুখ। যেমন রক্তল্পতা, থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, আই টি পি ইত্যাদি। আমাদের রক্ত তৈরি হয় অস্থি মজ্জা থেকে। রক্তের মধ্যে রয়েছে মূলত তিন ধরনের কোষ, যথা লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা, অনুচক্রিকা। যারা অস্থিমজ্জা থেকে তৈরি হয়ে রক্তে আসে। এই তিন ধরনের কোষের যে কোনো রোগই হেমাটোলজি বিষয়টির অন্তর্ভূক্ত। রক্তের কিছু অসুখ যেমন বংশপরম্পরায় বাহিত হতে পারে যেমন থ্যালাসেমিয়া বা হিমোফিলিয়া, তেমনই কোনও কোনও অসুখ আবার জন্মের পরবর্তী সময়ে হঠাৎ করেই হতে পারে। যেমন, রক্তের ক্যান্সার, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, আই টি পি ইত্যাদি।

রক্ত সম্পর্কিত অসুখ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য বেঙ্গল সোসাইটি অফ হেমাটোলজির তরফ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল। তিনদিন ব্যাপী পঞ্চম বাৎসরিক অধিবেশন। প্রত বছরের মতোই গবেষণাধর্মী বৈজ্ঞানিক আলোচনা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এ বছর একটি নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল 'হেমাঞ্জলি' নামে, তা হল– তাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক আলাপ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে একটি সমানুভূতি সম্পন্ন আদান প্রদান। ডাক্তার– রোগাক্রান্ত ব্যক্তি– রোগীর পরিজন– চিকিৎসা সহায়ক অন্যান্য ব্যক্তি এবং সংস্থা একত্রিত হয়।

কেবল চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করাই নয়, চিকিৎসক এবং চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাঝের সীমারেখা দূর করাই উদ্দেশ্য। আর এই মানবিক করে তোলার পথ হল পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করা। এই লড়াইয়ে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করে, হাতে হাত মিলিয়ে পরাক্রান্ত অসুখের বিরুদ্ধে যদি লড়াই করা যায় তাহলেই এই লড়াইয়ে জয়লাভ সম্ভব। আমাদের মনে রাখতে হবে, ডাক্তার এবং পেশেন্ট, আমরা কিন্তু টেবিলের দুপাশে দু জনে বসে নেই। আমরা দুজনেই আছি টেবিলের একই পাশে আর অন্য পাশে আছে অসুখ। কিন্তু আমাদের লড়াই যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততায় সহজ হয়ে যায় একথা আমরা জেনেছি আমাদের বিগত অভিজ্ঞতায় বলেন ডাক্তাররা।

একজন ডাক্তার তখনই ডাক্তার যখন তিনি পেশেন্টের চিকিৎসা করছেন। তা না হলে কিন্তু তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্র বা শিক্ষক, বড়জোর গবেষক। তাই একজন ডাক্তার তার ডাক্তারী পরিচয়ের জন্যই তার পেশেন্টদের কাছে ঋণী। তিনি তাঁর পরিশ্রম এবং আন্তরিকতা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করে চলেন। রোগাক্রান্ত এবং রোগ নির্ণায়ক– রোগনিরাময়ক যে পরস্পরের প্রতিপক্ষ নন, বন্ধু এবং সাহায্যকারী, একথা আরও একবার মনে করিয়ে দেন তারা।

রক্তের রোগকে সবাই মিলেমিশে দমন করতে হবে সবই রোখা সম্ভব, শুধু পদ্ধতিটা জানা প্রয়োজন।

মাঙ্গলিকী

নামখানায় সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির কাকদ্বীপ–সাগর–নামখানা শাখা সংগঠনের উদ্যোগে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রবিবার নামখানার বটতলা গ্রামে সারাদিনের সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল। মূল উদ্যোক্তা অনন্যা শুক্তি পত্রিকার সম্পাদক সুব্রত সুন্দর জানা, পত্র–পত্রিকার সম্পাদক ও শিক্ষাব্রতী চিত্তরঞ্জন দাস এবং কাকদ্বীপ–নামখানা–সাগর অঞ্চলের এক ঝাঁক তরুণ সাহিত্য–প্রেমী। অনন্যা শুক্তির শারদ সংখ্যাটিও বিতরিত হল উপস্থিত আংশগ্রহণকারীদের মধ্যে। অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন, কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই, সমিতির বর্তমান সভাপতি দেবীশঙ্কর মিদ্যা, সমিতির প্রাক্তন সভাপতিদ্বয় বলাই চাঁদ হালদার ও সুকুমার মণ্ডল, জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন হৃষিকেশ পাত্র, বিজয়কৃষ্ণ বেরা, প্রফুল্ল দাস, জন্মেঞ্জয় সামন্ত, শ্যামসুন্দর জানা প্রমুখ বিশিষ্ট জন।

সূচনায় বিগত বছরে প্রয়াত সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালিত হল। এরপর রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করল ছোট্ট শিল্পী সৌমিলী জানা। বাংলা সাহিত্যে ছড়া নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন প্রবীণ ভাষাবিদ্ ডাঃ বলাই চাঁদ হালদার, ছোট গল্প নিয়ে বললেন তারুণ্য পত্রিকা সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই ওঁর ভাষণে পত্রিকা সংরক্ষণের জন্য জেলা লাইব্রেরির সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানালেন। জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী ওঁর বক্তব্যে আরও বিশদ করলেন, সেই সব প্রক্রিয়া।

প্রচুর কবিতা শোনা গেল। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ পড়ুয়া, অমর কুমার দাস, আশিষ কুমার ভুঁইয়া, মৃণালকান্তি দে, তারাশংকর জানা, বিধান চন্দ্র হালদার, সত্যপদ নন্দ, মায়া নন্দ, বাসুদেব নাটুয়া, সুচিত চক্রবর্তী, পাপিয়া দে দাস, কৌশিক শীল, অভিনন্দন মাইতি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সুমন দিণ্ডা, তাপস মাইতি, প্রশান্ত মাইতি, দীপ্তি বণিক, গৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জী, সুবিমল জানা, আব্দুল হান্নান, অর্চনা ঘোষ প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন কবি নির্মল কুমার প্রধান। এবারের বিশেষ সংযোজন বকখা–লি অঞ্চল থেকে বেশ কিছু তরুণ কবির উপস্থিতি। পার্শ্ববর্তী জেলা হলদিয়া (পূর্ব মেদিনীপুর), পূর্ব ক্ষুদিরাম স্মৃতি সঙ্গীত ও সাহিত্য একাডেমির উদ্যোগে একটি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হল এই দিন। দুই পর্বে বিধৃত সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুচারু সঞ্চালনার দ্বারা এক অভাবনীয় উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, একাধিক পত্র পত্রিকার সম্পাদক ও শিক্ষাবিদ্ চিত্তরঞ্জন দাস। গোটা কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে থাকা অনন্যা শুক্তির সম্পাদক স্বল্পভাষী সুব্রত সুন্দর জানার সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার কথাও উল্লেখ্য।

শব্দের ঝংকার পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪১ বছর পেরোনো এই পত্রিকাটি নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলছে। এবং সেই চলার গতি স্তিমিত হওয়ার বদলে ধীরে ধীরে যে শক্তি বৃদ্ধি করেছে সেটা বোঝা গেল গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ (বুধবার) শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল ভবনে এই পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে। একঝাঁক কবি শিল্পীর উপস্থিতিতে এদিন ছিল আনন্দ–ঠাসা সাংস্কৃতিক অপরাহ্ন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অরুণ চক্রবর্তী (কবি), শ্রাবণী ঘোষ (শিক্ষিকা/শ্রুতি শিক্ষা কেন্দ্র) ও সুকুমার মণ্ডল (সম্পাদক – তারুণ্য)।শুরুতেই অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ পর্ব। মালঞ্চ আবৃত্তি সংস্থার সমবেত গান ও আবৃত্তির কোলাজ ছাড়াও মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব ব্যানার্জী, বিপ্লব ভট্টাচার্য শোনালেন বেশ কিছু আবৃত্তি। সলিল চৌধুরীর গান শোনালেন শ্রাবণী ঘোষ। রবীন্দ্র–গানে দু–দুটি নাচ পরিবেশন করলেন শুভমিতা, ভূপেন হাজারিকার গানে নৃত্য পরিবেশন করলেন রাখী চক্রবর্তী। মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাঘব সরকার গান শোনালেন। কবিতা পাঠে রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাবণী চক্রবর্তী, ভীম ঘোষ, সুদাম কৃষ্ণ মণ্ডল, দেবনাথ পোড়ে, বিধান সাহা, কানাই লাল খাঁ, লোপামুদ্রা মুখার্জী, ববি ব্যানার্জী, নীলাঞ্জনা প্রামাণিক, মৌসুমী মণ্ডল, টুম্পা রায়চৌধুরী, অদিতি মণ্ডল, সুপ্রীতি দাস, মালবিকা ও আরও অনেকে।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ কৃতী সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে রাজগাঁও মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের হলঘরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা 'চরৈবেতি ট্রাস্টে'র পরিচালনায় আদর্শ শিক্ষক কবি কুদ্দুস আলির প্রথম কাব্যগ্রস্থ 'সুরবতী' প্রকাশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো

। উদ্বোধনী সঙ্গীত পিঙ্কি সাহুমন্ডল, নৃত্য সঞ্চারী ঘোষ এবং সমাপ্তি সঙ্গীত নিরুপমা রায়চৌধুরী পরিবেশন করে। সভাপতির পদ অলংকৃত করেন রাজগাঁও মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন শিক্ষক কাজী মোস্তাক আহমেদ। ১২৫টি চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ 'সুরবতী' কাব্যগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কবি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ বাবা সৈয়ব আলি এবং মা ইশাতুন্নেশার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ট্রাস্টের প্রকাশক মন্টেন মুন্সি। নলহাটি হীরালাল কলেজের অধ্যাপক ড. চৈতন্য বিশ্বাস, 'বীরভূম প্রান্তিক' পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যিক সুনীল সাগর দত্ত, বাহারুল ইসলাম, দীনবন্ধু দাস, শিরিন আলি সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৮ জানুয়ারি মাদার টেরিসা ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আলিপুর বার্তা'র সাংবাদিক নরেন্দ্রনাথ দত্তর হাতে তুলে দিচ্ছেন কমিটির চেয়ারম্যান অ্যান্থনি অরুণ বিশ্বাস, সিটি আইল্যান্ড সতীশ ল্যাকডিয়া সল্টলেক ইজেডসিসি অডিটোরিয়ামে। (১৭ নং সংখ্যায় ৬ এর পাতায় এই লেখাটির সঙ্গে ভুলবশত অন্য ছবি ছাপা হয়। এ সংখ্যায় সংশোধন করা হল। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

নান্দীরঙ্গের অষ্টম নাট্যোৎসব নাট্যমালা ২০২০

কৃষ্ণচন্দ্র দে

দীপক দাসের তত্ত্বাবধানে সমবেত নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। তারপর অতিথিবরণ। উপস্থিত ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, চন্দন সেন, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভট্টাচার্য এবং রতন কুমার দাস। সঞ্চালক ব্রতীন গাঙ্গুলি। সকলকেই ফুল মিষ্টি ও উপহার দিয়ে বরণ করে নিলেন নান্দীরঙ্গের সভ্য–সভ্যারা।

সকল বক্তাই নান্দীরঙ্গের কর্ণধার সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূয়ষী প্রশংসা করলেন।

বিভাস দা বললেন– দর্শক সংখ্যা দেখেই বোঝা যায় আমাদের সাথে বেশি লোক থাকে না। আমরা অনেকটাই একা। কিন্তু আমরা যখন অভিনয়ে আসি তখন অবস্থাটা এরকম ছিল না। এখন দর্শকরা বড় সিলেকটিভ হয়ে গিয়েছে। সোমনাথ এর লেখা বিখ্যাত নাটক শৃন্বন্তু কমরেডস আমিই মঞ্চস্থ করি। তিতাস একজন কমপিটেন্ট সংগঠক।

চন্দন সেন– সোমনাথের সাথে আমার পরিচয় অনেক দেরিতে। অধ্যয়ন ওর স্বভাবগত। নির্দেশকের এটা খুব দরকার। শৃন্বন্তু কমরেডস একটা অসাধারণ রূপান্তর ও নির্মাণ। রতন এখন আমাদের ভরসা। জনপ্রিয়তা মানেই ভাল নাটক নয়। এই নাট্যোৎসব ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক।

প্রকাশ ভট্টাচার্য– একসময় আমরা সলিল সহ নান্দীকার ছিলাম। সবাই মিলে আমরা নান্দীপট তৈরি করি। সলিল অর্থাৎ সোমনাথ যখন চলে গেল বড় কষ্ট হয়েছিল। তবে একটা উপকার করে দিয়ে গিয়েছে। সোমনাথ থাকলে আমি আর নির্দেশনার সুযোগ পেতাম না, ওই নির্দেশনা দিত।

কুন্তল মুখোপাধ্যায়– আমি বিভাসদার একলব্য শিষ্য। আজ সবাইকে একসাথে দেখে মনে হচ্ছে নিজের জায়গাটা ফিরে পাচ্ছি। তিতাস আমার সাথে কাজ করেছে। এখন গ্রুপে বসে নাট্যচর্চা একেবারে উঠে গিয়েছে। প্রশ্ন করার জায়গাটা আর নেই। যে থিয়েটার কোনও প্রশ্ন তুলতে পারে না, সেই থিয়েটারের দাম আছে কি?

রতন কুমার দাস– মহীরুহ সমাবেশ। বাংলা থিয়েটার দর্শকানুকুল্য পাচ্ছে না, কারণটা খোঁজা দরকার। সলিলদাকে দেখলে মনে হয় একটা গোটা থিয়েটার হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। থিয়েটারে কোন প্রাপ্তির আশা রাখি না, আশা করাও যায় না। তবে নান্দীরঙ্গ মেঠো পথ দিয়েই হাঁটুক বাংলার বাউলের মতো।

সোমনাথ দা– আগামী দিনে রুদ্রবাবুকে হয়তো পাবো আশা রাখছি। সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। লড়াইটা থামালে চলবে না তাই চালিয়ে যাচ্ছি। নাটক করছি বলেই হয়তো বেঁচে আছি।

৭ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিট ১ম নাটক অলিভার চেজ ও স্টুয়ার্ট বার্ক অনুপ্রাণিত নাটক আততায়ী। রূপান্তর ও নির্দেশনা সোমনাথ মুখার্জী। বিখ্যাত ক্রাইম থ্রিলার। নীরা ও শোভা দুই বোন সম্ভবত যমজ। হেয়ার ড্রাইয়ারে চুল শুকোতে গিয়ে নীরা মারা যায় অপ্রত্যাশিতভাবে। আসলে এটা একটা পরিকল্পিত খুন। শোভা বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনী রচয়িতা বিশ্বে তার খুব নাম ডাক। দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। শোভা এসে পড়ে এবং তার ভালবাসার মানুষ জামাইবাবু অনলকে সাহস যোগায় আসলে খুনি যে কাছের কোনও মানুষ শোভা সেটা বুঝতে পারে। কারণ খুনি খুনটা করেছে তারই লিখিত কাহিনী 'খতরা' গল্পের প্ল্যান অনুযায়ী। এখন শোভা অনল মিলিত ভাবে কিভাবে রহস্যের জাল ছিন্তন করে আততায়ীকে ধরলো তারই রোমহর্ষক কাহিনী। নির্দেশক সাসপেন্সটা বজায় রাখতে সফল হয়েছেন বলাই যায়।

গোয়েন্দা কাহিনীতে সাসপেন্সটাই আসল ক্লাইম্যাক্স এবং টি আর পি। অভিনয়ে কাঞ্চন গুহ, সম্রাট মুখার্জী, দীপক দাস, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌমিতা দাস এবং সোমা পাত্র মোটামুটি ভাবে উতরে দিয়েছেন। শোভা এবং নীরা দ্বৈত ভূমিকায় তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর ভাল কাজের নমুনা রাখল।

দ্বিতীয় নাটক : ৮ জানুয়ারি অভিনীত হল বাদল সরকারের বিখ্যাত দার্শনিক নাটক 'সারা রাত্রি'। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক দম্পতি একটি পুরানো বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। এই শূন্য পুরীতে মাত্র একজন বৃদ্ধ থাকে। ওরা অবাক হয়। তারপর চা খাওয়া খিচুড়ি খাওয়া, তারপর চলে কথার কাঁটাছেড়া। শেষমেষ আলাপচারিতায় উঠে আসে রঞ্জন। রঞ্জন যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে উভয়ের কাছে ধরা দেয়। আটাশ বছরের শূন্যতা পূর্ণ করতে চায় নবাগতা অতিথি। তবে কি বৃদ্ধকে খুঁজছিল এতোদিন ধরে তার মনের মানুষকে? সারা রাত্তির কথার শান দিয়ে স্বপ্ন বুনে চলেছে ওই নবাগতা। এটা

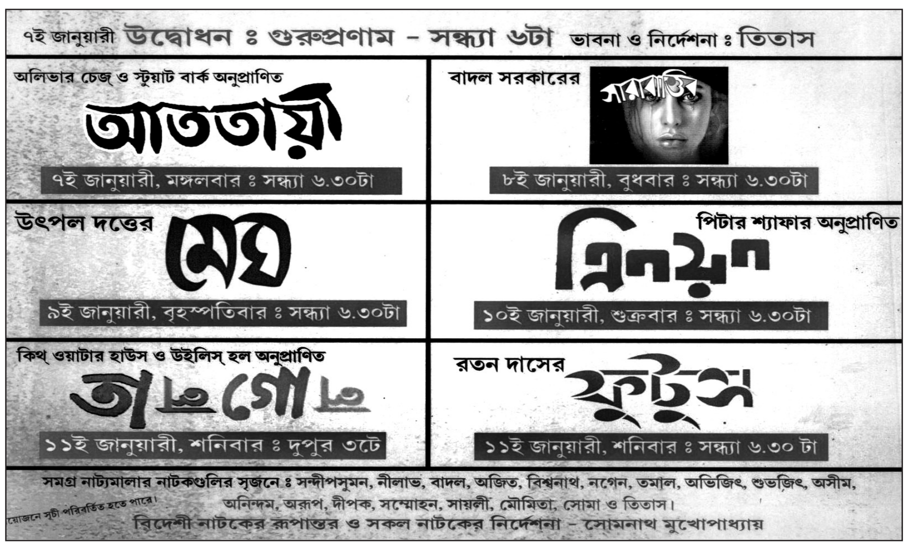

একটা খোঁজ বা অন্বেষণ বা Quest. দার্শনিক কাহিনীর দার্শনিক প্রয়োগ। রঞ্জনকে নিপুণ দক্ষতায় ব্লেন্ট করা হয়েছে। অভিনয়ে অসুস্থতার কারণে কাঞ্চনকে একটু নিষ্প্রভ লাগলো। অরূপকে মন্দ লাগেনি। কিন্তু সবাইকে একেবারে মাত করে দিয়েছে তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর। তিতাস এ নাটকে ওর জাত চিনিয়ে দিতে পেরেছে। হ্যাটস অফ তিতাস; হ্যাটস অফ বাদল সরকার; হ্যাটস অফ সোমনাথ দা।

৯ জানুয়ারি অভিনীত হল উৎপল দত্ত রচিত 'মেঘ'। নির্দেশনায়/অভিনয়ে সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। বিখ্যাত লেখক সমরেশ সান্যাল সিজোফেনিয়া আক্রান্ত। তার মনে হচ্ছে সে একটি বিখ্যাত ক্রাইম থিলার বা গোয়েন্দা কাহিনী লিখবে যা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে। হঠাৎ তার মনে হয় সে মানুষ খুন করেছে, কিন্তু সবই তার কল্পিত হ্যালুসিনিয়েশন। তার শিক্ষিকা স্ত্রী তাকে ধৈর্য্য ধরে ডাক্তারের অবজার্ভেশনে রেখে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলে এবং তার কল্পিত কাহিনীর আবোল তাবোল পাণ্ডুলিপি ছিড়ে শূন্যে উড়িয়ে দেয়। অভিনয়ে ছিলেন সোমনাথ দা, তিতাস, অরূপ, মৌমিতা, অনিন্দম এবং তীর্থঙ্কর চ্যাটার্জী ও সম্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০ জানুয়ারি অভিনিত হল পিটার শ্যাফার অনুপ্রাণিত 'ত্রিনয়ন'। রূপান্তর ও নির্দেশনা সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। কন্দর্প নারায়ণ দর্পহারি গোয়েন্দারকাজে নিয়োজিত হয় প্রকাশ কুন্ডুর বদলে। কন্দর্পনারায়ণ অভিজিৎএর অফিসে আসে। অভিজিৎ নিজের স্ত্রী বনলতার গোপন পরকীয়ার সন্ধান দেওয়ার জন্যই তার এই গোয়েন্দা নিয়োগ। অভিজিতের স্ত্রী বয়সে ওর থেকে অনেক ছোট হলে স্বামী অভিজিৎকে সে ভালবাসতো। তার জ্ঞানগর্ভ কথায় স্ত্রী রোমাঞ্চিত হতো। কিন্তু বর্তমানে সেই ভালবাসা যেন কোথায় উবে গেছে। শেষমেশ এই গোয়েন্দা কন্দর্পনারায়ণ দর্পহারির সাথেই স্ত্রীর একটা মিষ্টি মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিশেষে ওই গোয়েন্দাই ওদের সম্পর্কের সেতু বন্ধন ঘটিয়ে দেয়। নানা উদ্ভট কাণ্ড কারখানার মধ্য দিয়ে নাটকটি দর্শকের সামনে আসে।

অভিনয়ে স্বামী অভিজিৎ–এর ভূমিকায় অনিন্দম (কাঞ্চন) স্ত্রীর ভূমিকায় তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর এবং কন্দর্প নারায়ণ এর চরিত্রে সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

১১ ফেব্রুয়ারি ৩টায় অভিনিত হয় কিথ ওয়াটার হাউস ও উইলিস হল অনুপ্রাণিত নাটক 'তালগোল'। রূপান্তর ও নির্দেশনায় সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। হাস্য রসাত্মক কৌতুক নক্সা। তালগোল কথাটার মানে সব কিছু কিম্ভূত কিমাকার হয়ে একটা বিদঘুটে পরিস্থিতি হয়ে যাওয়া। নাটকটাও যেন সব কিছুর তালগোল পাকিয়ে গেল। অভিনয়ে অরূপ, তিতাস, অনিন্দম সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন চরিত্রগুলিকে রেজিস্টার্ড করার জন্য কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। তবে শুভ্রা চরিত্রে সোমা পাত্র এই নাটকের ম্যান অফ দি ম্যাচ।

সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট নাটক 'ফুটুস' রচনা রতন দাস। নির্দেশনা সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। সারা জীবন লটারির টিকিট কিনে সংসারের হালটা একেবারে বদলে দেবার স্বপ্নে বুঁদ হওয়া এক মানুষ বেণীবাবু। বর্তমানে পুলিশে চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত এবং প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের রোগী। ছা পোষা মানুষ বেণী বাবুর দুই ছেলে এক মেয়ে ও তার একটি সন্তান কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই বর্তমানে স্কুলের শিক্ষকা এবং তার স্ত্রী। এই নিয়েই চলছে তার দিনগত পাপক্ষয়। বড় ছেলে বাইরে থাকে। কোনওদিন বাবা মায়ের খোঁজ নেয় না। হঠাৎ ছোট ছেলে আমেরিকা থেকে আসছে খবরে সকলেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বড় ছেলে সে মানুষ চেনে। তাই তার বিশ্বাস হয় না। তার আশঙ্কাই সত্য হয়। ফুটুস বাচ্চাদের সাবান জল দিয়ে কাঠির বাবলস শূন্যে ওড়ানো। আজকাল দোকানে কিনতেও পাওয়া যায়। ফুটুস মানে সবই ফক্কা। তারপর কি হল তা জানতে হলে নাটকটি একবার দেখতে হবে। অভিনয়ে তিতাস, মৌমিতা, অরূপ, অরিন্দম, দীপক, সোমা পাত্র গোগোল (চিত্রক) এবং উপসংহারে দু–একটা কথা বলা দরকার বলে মনে করছি। আমাদের প্রসেনিয়াম থিয়েটার এসেছে পশ্চিম থেকে। বিশেষ করে বিলেত থেকে। তার আগে আমাদের নিজস্ব থিয়েটার বলতে স্থানীয় লোকনাট্য, যাত্রাপালা গুলো ছিল, যার প্রকৃতি প্রসেনিয়াম থিয়েটার থেকে প্রকৃতিগত ভাবে ভিন্ন। আমরা প্রসেনিয়াম থিয়েটার সাহেবদের কাছ থেকে নিলেও তার রচনাশৈলী এবং প্রকরণ বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব করতে পারিনি। তাই একটা গোঁজামিল গোড়া থেকেই চলে আসছে। আমরা অনুকরণ করেছি আত্মস্থ করতে পারিনি। কোথাও একটা ফাঁক থেকে গেছে বরাবর। দু চারটে ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের রূপন্তর বা অনুবাদ ঠিক ঠক নাট্য সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। যেটা পশ্চিমে প্রথমেই হয়ে গেছে। পশ্চিমে যখন একজন নাটক লেখেন তখন সেটা সাহিত্য হয়। পাঠক সেই সাহিত্যরস আস্বাদন করেন তার রসোপলব্ধির নিরিখে। অভিনীত নাটকের কথা না ভেবেই। পরবর্তী পর্যায়ে আসে সেই নাটকের অভিনয় যোগ্যতার প্রশ্ন। এইখানে একজন নির্দেশক নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলিকে তার নিজের অভিজ্ঞতায় মঞ্চস্থ করেন অভিনেতাদের সাহায্যে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় দৃশ্যসজ্জা, সঙ্গীত, আবহ, নৃত্য চিত্র ইত্যাদি শিল্প মধ্যম এবং প্রয়োজন মতো একটা সঠিক আকার ধারণ করে। অর্থাৎ নাটকের সকল কম্পোজিটগুলি একত্রে একটা কম্পোজিট স্কিম বা চরিত্র হয়ে ওঠে। আমাদের ব্রেন তার একটা মানে করে নেয়। পশ্চিমে নাট্য ক্রিয়ার এই প্রকরণটি তাদের অধিগত হয় নাটকটার বিবর্তনের এবং ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। আমরা যখন এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার তাদের কাছ থেকে নিই তখন এই প্রকরণ বিদ্যা বা পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতনার অভাবটি থেকে গিয়েছিল।

আমাদের দেশে শুধুমাত্র পড়ার জন্য যে নাট্য সাহিত্য তা লেখার জন্য কোনও নাট্যকারের এবং আগ্রহ নেই। কারণ তার পাঠক নেই। পাঠক না থাকলে প্রকাশক খামোখা তা ছাপবেন কেন। আমাদের দেশে গুটি কয়েক নাটক লেখার পরই শুরু হল উপন্যাসের নাট্যরূপ আর সে ধারাটা চললো দীর্ঘদিন ধরেই, তারপর শুরু হল বিদেশি নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর। এই ধারাটি বর্তমানে বহুকাল ধরে বাংলা মঞ্চে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং আগে আত্মস্থকরণ তারপরে বঙ্গীয়করণ।

হালে নাটক লেখা হচ্ছে শুধুমাত্র অভিনয়ের কথা মাথায় রেখে। আবার কেউ কেউ ফরমায়েশি নাটক লিখছেন, যাতে একটা সেটেই বাজিমাত করা যায়। খরচও কম পড়ে। তবে রাশিয়া কজন গোর্কি, চেকভ, গোগল দিতে পেরেছে বা ইংলন্ড কজন শেকসপিয়র ? আমাদের হতাশার কোনও কারণ দেখি না। আর যাই হোক আমরা এটা চাই না যে নাটক প্লাস্টিকের খেলনার মতো এক লহমায় হাজারে হাজরে বেরিয়ে আসুক, পান বিড়ির দোকানে বিক্রি হোক। সে দুর্দিন যেন না আসে। পরিশেষে একটা ক্ষোভের কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। দীর্ঘ ৬০ বছর নাট্য জগতে অভিনয় ও নির্দেশনায় ব্যস্ত থাকা সোমনাথ দাকে নাট্যজগতে উপযুক্ত স্থানটাই দেওয়া হয়নি। তিনি নিজেকে কখনও বিশাল নাট্য ব্যক্তিত্ব বলে নিজের ঢাক নিজে পেটান নি। শুধু নীরবে তার কাজ করে যাচ্ছেন। একথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

পুনর্মিলনের অঙ্গ 'পুরস্কার' নৃত্যনাট্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের রসায়ন বিভাগের পুনর্মিলন উৎসবে পরিবেশিত হল 'পুরস্কার' নৃত্যনাট্যটি এই কলেজের আকাদেমিক মঞ্চে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের বহু পঠিত কবিতা 'পুরস্কার' অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্যের আলেখ্য রচনা, সঙ্গীত সংকলন ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন ওই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অশোক চৌধুরি। এ অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে শিল্পী ও কলাকুশলীরা একটুকু কার্পণ্য করেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীতই এখানে ব্যবহৃত। সঙ্গীত পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুমতো সম্পাদন করেছেন ডঃ শান্তনু ভট্টাচার্য। নৃত্য নির্দেশিকা শিল্পী মুখার্জিও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেক গান। তার মধ্যে কয়েকটি গান অত্যন্ত সুন্দরভাবে গাওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে জয়যাত্রায় যাও গো, তোমায় নতুন করে পাবো বলে, মন্দিরে মম কে, বাজাও তুমি কবি, আমায় থাকতে দেনা, তুমি যে সুরের আগুন, আমি তোমায় যত, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রভৃতি গান গুলি। নৃত্যনাট্যে নাচেরই প্রাধান্য থাকে। সে দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেছেন রাজা চরিত্রের শিল্পী ড. শঙ্কর ঘোষ, কবি চরিত্রের শিল্পী অর্যমান গোস্বামী, কবি পত্নী চরিত্রের শিল্পী ড. সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়। দেড়ঘন্টা ব্যাপী এই নৃত্যনাট্যে অন্যান্য শিল্পীরাও নিজেদের কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে জানা গেল, অশোক চৌধুরীরই নির্দেশনায় এই নৃত্যনাট্য এর আগে পরিবেশিত হয়েছিল কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গিরিশ মঞ্চে ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে। এই সময়েও রাজার ভূমিকায় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন ড. শঙ্কর ঘোষ।

অভিনব বনভোজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবারের পুরনো কেল্লার মাঠে পুরসভা নির্মিত পিকনিক গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হল এক অভিনব বনভোজন। পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে নানা কর্মসূচির মধ্যে এই বনভোজনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। পরিষদের বর্তমান আচার্যা শ্রীমতী গায়েত্রী যদি গত ২৬ তারিখে গুণীজন সম্বর্ধনা মঞ্চে মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহা মহাশয়কে প্রস্তাব দেন এই বনভোজনের। মূলত এসডিও সাহেবের উদ্যোগেই এই আয়োজন সুসম্পন্ন হয়। এ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক পরিষদ দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও সদস্যরা অংশ নেয়। ৯৬ বছরের শশধর পুরকায়েত ও ৯৫ বছরের গণেশ ঘোষ মহাশয় এখনও সবল কর্মঠ। এদের দেখে ৭০–৭৫ বয়সের মানুষেরা উৎসাহিত হন। মহকুমা শাসক সস্ত্রীক উপস্থিত হয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানায় এবং বনভোজনের জন্য ৫০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলেন। মিসেস সাহা সুললিত কণ্ঠে একটি লালনগীতি শুনিয়ে সকলকে অভিভূত করেন। নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন অনেকেই। কেউ আবৃত্তি গান করে। একটি নাচের স্কুলের ছাত্রীরা কয়েকটি গানের সঙ্গে একটি নাচের কোলাজ উপস্থিত উপস্থাপিত করে। প্রায় ১৫০ জন সুস্বাদু আহারে তৃপ্ত হয়। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, সুক্তো, দু রকমের মাছের পদ, খাসির মাংস, চাটনি, পাঁপড়, দই, মিষ্টি, রীতিমতো ভোজ। পরিষদ ব্যক্তিগত চাঁদা নেয় নি। স্বেচ্ছায় যারা দিয়েছে তাদের নিয়েছে। গণেশ ঘোষের সুযোগ্য পুত্র প্রাক্তন বেঙ্গল টিমের ক্যাপ্টেন ফুটবলার শুভময় ঘোষ বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ৫০০০ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। আগামী বছর এমন মধুর মিলন উৎসব যেন হয় সকলেই এই কামনা নিয়ে বাড়ি ফেরে।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

অন্যচোখ

(সম্পাদনা – গৌর দাস / ডিসেম্বর ২০১৯ / মূল্য ৫০ টাকা) – ২৪তম বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ পর্বে বেশ ভালো মানের একগুচ্ছ লেখা রয়েছে। গৌর দাস (দুশো বছর পরেও বিদ্যাসাগর), দেবপ্রিয় দাশ (ভারতীয় প্রতীকি ..) ও গোপাল দাস (শ্রী রাম)। গল্প বিভাগে সুকুমার মণ্ডল ও গৌর দাস বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রমা দত্তের অণু গল্পটা আদৌ অণু রইল কি ! দৈর্ঘ ছাড়াও বিস্তর অসঙ্গতি। মাত্র দশ–এগারো বছরের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রীরা বার্ধক্যের সোপানে কিংবা তাদের বাবা–মার বয়স আশীর কোঠায় পৌঁছায় কি ? সুশীল দাসের লেখাটি আদৌ ব্যক্তিগত ভ্রমণ–চিত্রের উপরে উঠতে পারল না, গল্প তো নয়ই। প্রচুর কবিতা রয়েছে। চন্দন রায়, গৌতম পলমল, বিধান সাহা, পামেলা সুর, পার্থ সারথী সরকার, শংকর ব্রহ্ম, উদয় চক্রবর্তী, জয়ন্ত দত্ত ও তারাশংকর দত্ত ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। (পত্রিকার ঠিকানা – এফ্ ৪১, ব্রহ্মপুর, কলকাতা – ৭০০ ০৯৬ / 8276095125, 9038752173)

শব্দের ঝংকার

(সম্পাদনা – সুনীল মুখোপাধ্যায় ও স্বপন পাল / জানুয়ারী–মার্চ ২০২০ সংখ্যা / মূল্য – ৩০ টাঃ) – কবিতা–প্রধান পত্রিকার এই সংখ্যায় বেশ কিছু বলিষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিস্তা বেজ, নীপা চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা কুণ্ডু, স্বপন দাস, জয়ীতা চ্যাটার্জী, ফুল্লরা ধর, ভীম ঘোষ, নন্দিতা সিনহা, সোমা লাহিড়ী মল্লিক, সুতপা মুখার্জী, ঘনশ্যাম কল্পতরু, প্রমুখ নিজেদের কলমের ক্ষমতার প্রমাণ রেখেছেন। তুলনায় গদ্যাংশ বড়ই দুর্বল, এলোমেলো। সুস্মিতা সাউ–এর লেখাটির সামাজিক গুরুত্ব অসীম। কিন্তু এটি ছাড়া বাকী গল্প মন ছুঁতে ব্যর্থ। স্বয়ং সম্পাদকের (সুনীল মুখোঃ) গল্পটি আরোপিত, বহু ব্যবহৃত ফরমুলায় সাজানো, ছোটগল্পের প্রচলিত সংজ্ঞায় মেলে না, মনে হয় কোনও উপন্যাসের খসড়া বুঝি।

(পত্রিকার ঠিকানা – ১/২/৩, ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড, জেলিয়াপাড়া ২য় বাই লেন, সালকিয়া, হাওড়া–৭১১১০৬ / 7890437519)

ভেজা চোখের ভাষা

(আরতি দে–র কবিতা সংকলন / প্রকাশনা – ফিনিক্স, বেলঘরিয়া, কল–৫৬ / দাম – ১০০ টাঃ) – কবির এটি অষ্টম গ্রন্থ ! নানা স্বাদের মোট ছিয়াত্তরটি কবিতা রাখা হয়েছে। এ সময়ের অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে মানুষের কষ্ট বিশেষতঃ নারীদের দুর্দশা, অসম্মান–অবমাননার প্রতিবাদে সতত সরব এই কবি তাঁর এই গ্রন্থে তেমন রসের একাধিক কবিতা দিয়ে সাজিয়েছেন। পবিত্র লোপাট, মৃত্যুর কি নাম, লাশ যখন কথা বলে, ওরা কিছু বলতে চেয়েছিল, নষ্ট শরীর ঢেকে প্রভৃতি। কেবল অত্যাচারের কথা নয়, কবি সুদিনের আলো দেখার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন – পুড়তে পুড়তে আবার তার জন্ম হবে নতুন ভোরে (নবজন্ম), অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের (ভোরের সোপান)। মানুষের কষ্টযাপনের এই সময়ে কবি নিছক প্রকৃতি–বন্দনায় নিজেকে লুকিয়ে রাখেন নি।

সাহসী কলমে দিন বদলের ডাক দিয়েছেন। বাংলা ভাষা দিবস পালনের আহ্বানে একাধিক কবিতা রয়েছে, সেগুলির কাব্যগুণের কথা না ভেবে, বুকের আগুনের তাপ গ্রহণ করাই শ্রেয়। এছাড়া কবিতার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, কবিগুরু, নজরুল, সফদর হাশমি, আব্দুল জব্বার, বেঞ্জামিন মোলায়েজ থেকে একেবারে সমসাময়িক কবি / সাহিত্যিক আশিষ স্যান্যাল, ঋষিণ মিত্র প্রমুখদের। প্রচ্ছদ সুন্দর কিন্তু ছাপার ক্ষেত্রে পাতার ব্যবহারে আরও একটু সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। লেখাগুলি বহু ক্ষেত্রে পাতার একেবারে প্রান্তসীমায় চলে এসেছে, যা বেশ বিসদৃশ্য লাগে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

কিউয়ি মাটিতে টেস্ট সিরিজে চূড়ান্ত পরীক্ষা

পাঁচুগোপাল পালিত : টি-২০ ৫-০ জয়ের পর ৫০ ওভারের সিরিজে ০-৩ হার। দুটো ফর্ম্যাটের ক্রিকেটে এটাই ভারতের সাম্প্রতিকতম পারফরমেন্স। টি-২০ তে ভারতীয় বিজয়ধ্বজা ওড়ানোর যারা কারিগর ছিলেন তাদের প্রধান রোহিত শর্মা চোট পেয়ে বাইরে চলে যাওয়ায় সমস্যার সূত্রপাত। ৫০ ওভারের সিরিজে পৃথ্বী শাহ, মায়াঙ্ক আগরওয়ালদের দিয়ে কিছুতেই রোহিত-শিখরের জুটির নির্ভরতা তৈরি করা যাচ্ছে না। আর প্রাথমিক গোড়াপত্তন ঠিকমতো হতে না পাওয়ার পরিণাম বুঝতে বুঝতেই কাবার তিন তিনটে ম্যাচ। বলাবাহুল্য, ০-৩ এর গ্লানি সহ। এই ভারতীয় দলকে দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন যে এরাই মাত্র কদিন আগে এই কিউয়ি ভূমি থেকেই টি-২০ সিরিজ জিতেছে ৫-০ ফলাফলে। একটা রোহিত শর্মার (এর সঙ্গে শিখরের নামটাও থাকবে) যে কতটা ওজন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। তার সঙ্গে হঠাৎ করেও রোহিত শর্মার বীরবিক্রম মিলেমিশে নকআউট হয়ে গেল টিম কোহলি। দুটো সিরিজ যেহেতু নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দুই শিবির জয় পেয়েছে তাই এখন টেস্ট সিরিজ হতে চলেছে অগ্নিপরীক্ষা। যাতে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে রাখছেন বিরাট বাহিনীকে। টি-২০ সিরিজের ৫-০ জয় ভারতীয় দলকে আগামী টি-২০ বিশ্বকাপের আগে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে ভারতীয় ব্রিগেডে। তাদেরই আবার হতোদ্যম করেছে ৫০ ওভারের সিরিজের ০-৩ হার। সম্প্রতি দেশের মাটিতে শেষ হওয়া দুটি সিরিজে কারিবিয়ান ও অজিদের বিরুদ্ধে ভারত জয় পেলেও নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নিতে পারে নি। এই জায়গার খামতির কথা কিছুদিন আগেই মনে করিয়েছেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি পরিস্কার বলেছেন, সব ম্যাচ জিতেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হারলে অনেক সময়ই আয়োজন নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে পরাজিত হওয়াকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি। সত্যি কথা বলতে এই জায়গাটায় যদি এখন থেকেই নজর দেওয়া না হয়, তাহলে প্রভূত প্রতিভা নিয়েও মোক্ষম জায়গায় ধেড়িয়ে যাবে ভারত।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম ৩ টি ম্যাচ জিতে সিরিজ জেতার পর ভারত অধিনায়ক কোহলি বলেছিলেন এবারের লক্ষ্য হোয়াইট ওয়াশ। সেটাই হাতেকলমে করে দেখিয়েছে বিরাটবাহিনী। তাও শিখর ধাওয়ান চোট নিয়ে বাইরে যাওয়ার পর। এমনকি শেষ ম্যাচে অধিনায়ক কোহলি বিশ্রাম নিলে স্টপ গ্যাপ ওপেনার রোহিত শর্মা পর্যন্ত চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে ও টেস্ট সিরিজ থেকে। তারপরেও এই মেগা জয় নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে থেকে যাবে। নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী বিদেশি দলের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে টি-২০ তে ৫-০ সিরিজ জয় ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসকে অন্যমাত্রাও এনে দিল।

বিরাট কোহলির নেতৃত্বে একের পর এক সিরিজ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েছেন ভারত অধিনায়ক । দেশের সর্বকালীন সেরা রেকর্ডের তকমা পাওয়ার লক্ষ্যেও দ্রুত এগোচ্ছেন তিনি তিনি। মাঝেমহা ছন্দপতন ঘটিয়েছে অজিদের কাছে জঘন্য হার । তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বিশ্বকাপের মতো বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিতে দেখাতে হবে কোহলিকে।

তবেই বিরাটরাজের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে মানবেন তাঁরা। এমনিতে গত বিশ্বকাপে ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয়েছে টিম কোহলিকে। সেমিফাইনাল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল আপাত ফেভারিটদের। সেই জ্বালা মিটিয়ে নেওয়ার ভরপুর সুযোগ সামনে টি-২০ বিশ্বকাপে। তার আগে টি-২০ ও একদিনের সিরিজ উভয়তেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো শক্তিধর দেশকে ২-১ হারিয়ে সিরিজ জিতে নিঃসন্দেহে অনেকটাই মনোবল বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে মেন ইন ব্লুজ। কিন্তু এতসব সাফল্যে নিশ্চিতভাবে কালি ছেটালো ৫০ ওভারের সিরিজে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হার। এতটা প্রাধান্য নিয়ে কিউয়িরা না জিতলে ভারত সম্পর্কে ইতিবাচক অনেক কথাই বলা যেত। কিন্তু এখন কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করছে। যেন হাজারো সাফল্যের মাঝেও ব্যর্থতার কালো মেঘ।

বক্সিং-এ রুপো জয়ী বিল্টু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: আন্তর্জাতিক কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো ছিনিয়ে এনে তাক লাগিয়ে দিলো জীবনতলা থানা এলাকার প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বছর সাতেকের বিল্টু সরদার।গত ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির তালকাটরা স্টেডিয়ামে শুরু হয় ওয়াকো ইন্ডিয়ান ওপেন আন্তর্জাতিক কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতা শেষ হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি। দিল্লিতে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ৩২ কেজি বিভাগে রুপো জয় করে জীবনতলা থানার বাঁশড়া গ্রামপঞ্চায়েতের গৌড়দহের শ্রীকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বিল্টু সরদার।

বিল্টুর সাফল্যে খুশির জোয়ার তার গ্রাম শ্রীকৃষ্ণপুর ও তার বিদ্যালয় পশ্চিম নারায়ণপুর শিশু শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সহপাঠীরা। বিল্টুর বাবা সমীর সরদার পেশায় সামান্য একজন লিফটম্যান। তিনি কলকাতায় কাজ করেন। মা শুক্লা সরদার নিপাট এক গৃহবধূ। নিত্য অভাব অনটনের সংসারে জন্ম বিল্টুর। নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায়। সেই পরিবারে জন্ম হলেও ছোট থেকেই কিক বক্সিংয়ের প্রতি অদম্য জেদ চেপে বসে ফিল্টুর। ছেলের সেই জেদের কাছে হার মেনে বিল্টুর বাবা সমীর সরদার অনেক অভাবের মধ্যেও বছর দেড়েক আগে কলকাতার লেকপল্লী এলাকার লেজেন্ডস একাডেমি অফ মার্শাল আর্ট এ কোচিংয়ের জন্য ভর্তি করে দেন ছেলেকে। অল্প দিনেই নিজের জাত চিনিয়ে ছিল এই ছোট্ট খুঁদে ছেলেটি। জর্ডন, কাজাকিস্তান, ইউক্রেনে সহ বিশ্বের বহু দেশ থেকে বিভিন্ন বিভাগে ৬৮৭ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু কোচ পার্থ মিত্র তাঁর ছাত্রের উপর যথেষ্ট আশা ভরসা করেছিলেন। আশা কে সাফল্য এনে জাত চিনিয়ে দিলো চোট্ট খুঁদে এই বাঙালি।

প্রথমবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় নেমে সোনা জিততে না পারলেও রুপো পাওয়াতেই গর্বিত বিল্টুর পরিবার ও তার কোচ, এবং প্রতিবেশী সমীর মন্ডল সহ অন্যান্যরা। গত ১১ ফেব্রুয়ারি প্রতিযোগিতায় নেমে পর পর তিনটি কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে অতিক্রম করতে হয় বিল্টুর। ফাইনালে নিজের দেশেরই হরিয়ানা রাজ্যের প্রতিযোগী অরোরার ধৈর্য্য এর কাছে হেরে যায়। তবে বিল্টুর এই সাফল্যে খুশি তার কোচ, পরিবার ও গ্রামের মানুষজন। বিল্টুর সাফল্যের এই খবর গ্রামে এসে পৌঁছতেই সেখানে যেন উৎসবের মেজাজ শুরু হয়ে যায়। রুপোর ছেলে ঘরে ফিরেছে শুক্রবার। বিমানবন্দর থেকেই তাকে স্বাগত জানিয়েছেন গ্রামের মানুষজন। শনিবার সকালে গ্রামের বাসিন্দারা তাকে কাঁধে করে নিয়ে গোটা গ্রাম ঘুরিয়েছে। প্রতিবেশী বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ক্রীড়া প্রেমী সমীর মন্ডল সহ সকলেই চাইছেন আগামী দিনে আরও সাফল্য লাভ করুক বিল্টু। পাশাপাশি তাঁরা বিল্টুকে সংর্বধনা দেওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছেন।

পুলিশ ও প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট খেলা নিমপীঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশ ও সাংবাদিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানার সাথে বারুইপুর প্রেস ক্লাবের প্রীতিমূলক ক্রিকেট ম্যাচ খেলা চলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে রবিবার বকুলতলা থানার উদ্যোগে নিমপীঠ বিবেকানন্দ ময়দানে বকুলতলা থানা একাদশ ও বারুইপুর প্রেস একাদশের মধ্যে ১৬ ওভারের সীমিত ক্রিকেট ম্যাচ হয়ে গেল। টসে জিতে এই খেলায় প্রথমে ব্যাটিং নেন বারুইপুর প্রেস একাদশ। তাঁরা ১৬ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৩ রান করে। তাঁর জবাবে বকুলতলা থানা একাদশ ১০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান করে বিজয়ী হন। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন বকুলতলা থানার দেবব্রত দাস। সেরা ব্যাটসম্যান হন বারুইপুর প্রেস একাদশের কল্যাণ মন্ডল। সেরা বোলার হন বকুলতলা থানার বিশ্বজিত কর। খেলা শেষে বিজয়ীর ট্রফি ও রানার্স আপ ট্রফি তুলে দেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ।

ডিজিটাল লুডো প্রতিযোগিতা জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিড়ে ঠাসা নামখানা লোকালে এখন অভিনব খেলা চলে আসছে । ডিজিটাল যুগে কাগজের বোর্ডের বদলে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ফোনে তে লুডো খেলা। আর শিয়ালদহ নামখানার ১০৯ কিমি দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার ক্লান্তি ভুলতে এখন ট্রেনে প্রচলিত দেশীয় খেলা এই লুডো। ডিজিটাল যুগে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে রয়েছে লুডো। আর দেশীয় এই খেলাকেই উৎসাহ দিতেই লক্ষ্মীকান্তপুর - নামখানা লোকালের কিছু নিত্য যাত্রী আয়োজন করেছিলো 'ইন্টার ট্রেন লুডো চাম্পিয়ানশিপ ২০২০'। দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে ৬০ জনের মধ্যে শুরু হয় এই খেলা, অবশেষে ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলো রবিবার জয়নগরের ফুটিগোদায় বাহাই ভবন নামক একটি বাগান বাড়িতে। খেলার সাথে চললো খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা

সহ আরো অনেক কিছু । সংগঠক থেকে প্রতিযোগী সবাই ছিলেন উৎসাহী। প্রথম পুরস্কার ৬০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৪০০টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার ২০০ টাকা , সঙ্গে ট্রফি ও মেডেল দেওয়া হয়। সংগঠকদের অন্যতম সদস্য অরূপ রায় জানালেন 'এ বছর সফল ভাবে 'লুডো চাম্পিয়ান ২০২০' রূপায়ণ করতে পেরেছি। ডিজিটাল লুডোকে আরও জনপ্রিয় করতে আমরা এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলাম। পরবর্তী বছর গুলোতেও এই ভাবেই এগিয়ে যেতে পারবো আমরা। কাজের চাপে খেলাধূলা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই অভিনব উপায়ের লুডো খেলা তে খুশি সবাই।

সারা বাংলা যোগ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ ফেব্রুয়ারি বজবজের কালীপুর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হল ৩৪ তম সারা বাংলা যোগ প্রতিযোগিতা। যোগ কিওর সেন্টার বজবজের উদ্যোগে প্রতি বছর শীতের শেষে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। যোগ কিওর সেন্টারের কর্ণধার গৌতম খাঁড়া মহাশয় জানালেন, এ বছর বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ৪১টা টিম এসেছে। প্রায় ৫০০ জনের খাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বেঙ্গল যোগ অ্যাসোসিয়েশন থেকে পরীক্ষকদের পাঠানো হয়েছে। সকাল ১০টায় এলাকার বিভিন্ন মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গদের এবং প্রতিযোগীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। কালীপুর স্কুল থেকে ওরিয়েন্ট মোড়ে যোগ কিওর সেন্টারের অফিস অবধি যায় এই শোভাযাত্রা।

অফিসে মহাযোগী শিবের মূর্তির কাছে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী মাননীয় জগন্নাথ গুপ্তা মহাশয়, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনার সম্পাদক অনিল নস্কর, বাখরাহাট লায়ন্সের চেয়ারম্যান কাজল দত্ত, বিশিষ্ট শিক্ষক ও ক্রীড়া প্রেমিক দেবনাথ অধিকারী ও সুপ্রিয় রায়। আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী প্রমুখ। মঞ্চে বহু অতিথি অভ্যাগতদের ব্যাচ পরিয়ে গোলাপ দিয়ে সম্মাননা দেওয়ার পর শুরু হয় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারটি দেওয়া হয় বজবজের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রয়াত নৃপেন দাশগুপ্ত নামাঙ্কিত।

করোনা বিঘ্নিত অলিম্পিক্স

সম্মিলিত মঞ্চ থেকে পদক আনার পালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা ভাইরাস যেভাবে ছড়াচ্ছে তাতে অলিম্পিকসের ঠিকঠাক আয়োজন নিয়ে বেজায় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে। বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের আঁতুরঘর চিনকে নিয়ে নিশ্চিতভাবে চিন্তিত পড়শি দেশগুলি। এদের মধ্যে জাপানের টোকিওতে হতে চলেছে এবারের অলিম্পিক্সের আসর। শেষপর্যন্ত সব ঠিক থাকলে অবশ্য খেলার তোড়ে ভেসে যাবে যাবতীয় ভাইরাস। এখন থেকেই বিশ্বের তামাম দেশ বিশ্ব ক্রীড়ার সবথেকে বড় উৎসবের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। এখন যেটা চলছে অধিকাংশ দেশেই তার পোশাকি নাম স্টেজ রিহার্সাল পর্ব। শেষ মুহূর্তের নোটস দেখে নেওয়া চলছে যেন। যেসব খেলার ক্ষেত্রে খামতি থেকে গিয়েছে তা মেরামতের জন্য চলছে অন্তিম ধাপের অনুশীলনও। ভারতও আছে এই লড়াইয়ে। তবে বরাবরের মতো বিশ্বের সেরা দেশগুলির বন্ধনীতে এদেশের ঠাই নেই। তারাও আছেন। তবে বিশেষ কয়েকটি খেলা নিয়ে যা থেকে সাফল্য আসতে পারে।

দুনিয়ার সবথেকে বড় খেলাধূলার আসর হল অলিম্পিকস। এরপরেই আসে এশিয়ান গেমসের নাম। এতদিন অলিম্পিকসের আসরে মূলত দাপট দেখিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ। এইসব দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা নেহাতই খারাপ। এশিয়ান গেমসেও চিন, জাপান, কোরিয়া, কাতার, সৌদি, ইরান, ইরাক, উজবেকিস্তান প্রভৃতি দেশ ভারতকে চাপে রাখে। অথচ অলিম্পিকস বা এশিয়াড থেকে দেশে পদক জিতে আনাটাই ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যে এক-আধটা সোনা জুটে গেলেই অনেক। একটা সময় ছিল হকি থেকে ভারতের সোনা পাওয়া ছিল নিশ্চিত।

বেশ কয়েকবছর হল সেই রাজত্বে হানা দিচ্ছে পাকিস্তান,দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী দেশ। ভারতের অলিম্পিক হকি জয়ের প্রধান পথের কাঁটা পাকিস্তানের থেকে এই মুহূর্তের ভারতীয় দল অনেকটাই এগিয়ে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার ধ্যানচাঁদদের প্রকৃত উত্তরসূরী এই ভারতীয় হকি টিম হয়ে উঠতে পারে কিনা। সেজন্য অবশ্য অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ডসের বাধা অতিক্রম করা বিশেষ জরুরি। যেটা হকিতে এখনও পেরে ওঠেনি ভারত।

এমনিতে হকি ছাড়া আর যেসব দিকে নজর থাকে অলিম্পিকসে তা হল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বক্সিং, এবং জিমন্যাসটিকস। আসলে অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমস অনেককেই পরিচিতির আলোয় নিয়ে আসে। এবং সেটা চলছে যুগ যুগ ধরেই। ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকারের নাম এর আগে আমরা প্রথম শুনেছিলাম এক কমনওয়েলথ গেমসের সময়ে। জিমন্যাস্টে দেশকে গর্বিত করে কয়েকটি মেডেল জিতেও নিয়েছে দীপা। ভারতীয় দলে যে তাকে সামিল করা হয়েছে এর মর্যাদা দিতে তিনি প্রস্তুত। দীপার পাশাপাশি টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগে মৌমা দাস এবং পুরুষ বিভাগে সৌম্যজিত ঘোষ বাঙলার সবেধন নীলমণি। এদের সঙ্গে আরও একটি নাম অবশ্যই নিতে হবে। তিনি হলেন, ইতিমধ্যেই বক্সিং জগতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া শিবা থাপা।

এছাড়া শুটিং, তীরন্দাজ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের লড়াইয়েও নজর রাখতে হবে। মোদ্দা কথা ক্রিকেট প্রীতির একচক্ষুতা থেকে বেরতে পারলেই সামনে উঠে আসবে এমন অনেক খেলার মাধ্যম যা দেশকে বর্ণচ্ছটায় ঢেকে দিতে পারে।

জয়নগর মজিলপুর ইন্দিরা উদ্যানে আধুনিক মানের খেলার মাঠের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস প্রসিদ্ধ এলাকা জয়নগর মজিলপুর। জয়নগর মজিলপুরের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হলো শনিবার। এদিন জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকার একমাত্র খেলার মাঠ ইন্দিরা উদ্যানের সুসজ্জিত মাঠের উদ্বোধন ও আধুনিক মানের প্যাভেলিয়নের শিলান্যাস হয়ে গেল । এদিন এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য্য, ফুটবলার বিদেশ বসু, ফুটবলার বিশ্বজিত ভট্রাচার্য্য,রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্রাচার্য্য, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, পুরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল সহ আরো অনেকে। ফুটবলার বিশ্বজিত ভট্রাচার্য বলেন, আমি দেশের বিভিন্ন মাঠে খেলেছি, জয়নগরের এই রকম মাঠ কমই দেখেছি। এই মাঠে ফুটবলের যে প্রশিক্ষণ দেবে তার পায়ের খুব সুবিধা হবে। কুণাল ঘোষ বলেন, দর্শকদের বসার জায়গা টা হলে এই উন্নতমানের মাঠে রাজ্য লিগের খেলা পেতে পারে। প্রদীপ ভট্রাচার্য বলেন, বিদেশ থেকে খেলোয়াড় না এনে দেশের ছেলেদের আরো বেশি করে সুযোগ দেওয়া উচিত।

ফুটবলার বিদেশ ও মানস বলেন, এখনকার শিশুদের অভিভাবকদের বলবো শিশুদের বিকাল টা অন্তত মাঠে পাঠান। খেলতে দিন। কে বলতে পারে ওরা আগামী দিনে বড় খেলোয়াড় হয়ে উঠবে না। কুণাল ঘোষ এদিন পায়ে বল ঠেলে মাঠে প্র্যাকটিসও করেন। উল্লেখ্য, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের সাংসদ তহবিলের টাকায় এই মাঠের আধুনিকীরণের কাজ শুরু হয় মাস ছয়েক আগে। এদিন এই আধুনিক মাঠ দেখে খুশি এলাকার ক্রীড়া প্রেমীরা। জেলা ও রাজ্য স্তরের খেলাও এই মাঠে হবে।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com